Tepantori
তেপান্তরী

এপ্রিল-আগষ্ট ২০০৪

* নিউইয়র্ক * ১৪তম সংকলন * আগষ্ট ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ / কার্তিক ১৪১১ বঙ্গাব্দ

* New York * Publication No. 14 * August 2004

মহাসমারোহে প্রবাসীর বড়দিন পূণর্মিলনী-২০০৩ অনুষ্ঠিত

বিগত ২৮ শে ডিসেম্বর, রবিবার, নিউ ইয়র্কের কুইন্সে, কুইন অব এ্যাঞ্জেল্‌স চার্চ মিলনায়তনে মহাসমারোহে প্রবাসী বাঙ্গালী খৃষ্টান এসোসিয়েশনের বড়দিন পূণর্মিলনী-২০০৩ অনুষ্ঠিত হয়। শত শত বাঙ্গালী খৃষ্টানদের উপস্থিতিতে এবং বাংলাদেশ থেকে বিশেষ অতিথি হিসেবে আগত জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়ের গান সবাইকে মুগ্ধ করে। বিকেল ৪:৩০ মিনিটে কুইন অব এ্যাঞ্জেল্‌স চার্চে বাংলা খ্রীষ্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ, সাথে থাকেন স্থানীয় পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট ডেলী। (বাকী অংশ ১০ পাতায়)

Picnic 2004 in Maryland

Bengali Christian Jubo Shamaj, Silver Spring Maryland arranged their yearly picnic on July 11, 04, In the Sandy point state park, Annapolis Maryland. It was a successful event. (See page 12)

ক্যালিফোর্নিয়ায় বড়দিন পালিত

সর্বজনের উদ্যোগে ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নাডিনো শহরের ১৩৭২ নম্বর ডেভিডসন স্ট্রীটে ২৫এ ডিসেম্বর উদযাপিত (বাকী ১১ পাতায়)

ফার্ষ্ট বাংলা চার্চের বড়দিন অনুষ্ঠান

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দিপনার মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কের বাঙ্গালী সম্প্রদায় যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে (বাকী অংশ ১১ পাতায়)

বেঙ্গলী ফেলোশীপের ইষ্টার সানডে পালিত

অশান্ত বিশ্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে যথাযোগ্য মর্যাদায় নিউ ইয়র্কসহ সমগ্র উত্তর আমেরিকায় পালিত হয়েছে (বাকী ৩ পাতায়)

আনন্দ কলরবে পরিপূর্ণ প্রবাসী বনভোজন

গত ১৮ই জুলাই নিউ ইয়র্কের, হেকসায়ার ষ্টেট পার্কে বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক সদস্য/সদস্যাদের ভিড়ে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত এই পার্কটি আনন্দ কলরবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

৫টি বড় বাস এবং ৫২ টি গাড়ী করে নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, (বাকী অংশ ১২ পাতায়)

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশের মাঝে টরেন্টোতে বড়দিন উদ্‌যাপন

ডেভিড স্বপন রোজারিও ঃ গত ২৭শে ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় "হোপ ইউনাইটেড চার্চ" মিলনায়তনে "বাংলাদেশ ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অন্টারিও, কানাডা অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বড়দিন উৎসবের আয়োজন করে। বিপুল উৎসাহের সাথে মিলনায়তনটি নানাভাবে সুসজ্জিত করা হয়। এসোসিয়েশনের (বাকী অংশ ৩ পাতায়)

প্রবাসীর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বিগত ২৫শে এপ্রিল, রবিবার, নিউ ইয়র্কের কুইন্সে কুইন অব এ্যাঞ্জেল্‌স চার্চ মিলনায়তনে প্রবাসীর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৪:৩০ মিনিটে প্রার্থনার মাধ্যমে সভা শুরু হয়। এরপর এক এক করে মিনিটস সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, কোষাধক্ষ্যের রিপোর্ট পাঠ, আলোচনা, অনুমোদন (বাকী অংশ ৩ পাতায়)

সোর্স এন্ড সলুইশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৪

বিগত ৮ই নভেম্বর ২০০৩ সনে এবং পরবর্তীতে ২২শে মে ২০০৪ সনে পর পর দুটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল সংগঠনের আর্থিক ক্যালেন্ডার ঠিক করার জন্য। দুটি সাধারণ সভাই ছিল সদস্যদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিগত ২২শে মে ২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত ১৪তম (বাকী অংশ ৯ পাতায়)

খ্রীষ্টান কো অপারেটিভ সোসাইটির সাধারন সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বিগত ২৫শে এপ্রিল, রবিবার মেরীল্যান্ডের সেন্ট ক্যামিলিউস চার্চের, ফাদার গ্রেইস রোম মিলনায়তনে ওয়াশিংটন ডি. সি., মেরীল্যান্ড ও ভার্জিনিয়ায় বসবাসরত খৃষ্টানদের সম্মনয়ে গঠিত বাংলাদেশ খৃষ্টান কো অপারেটিভ সোসাইটির বার্ষিক সাধারন সভা (বাকী অংশ ১৮ পাতায়)

CHRISTIAN ORGANIZATIONS IN NORTH AMERICA:

UNITED STATES OF AMERICA:

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION, INC.
P.O. Box-1258 Madison Square Station,
New York, NY 10159-1258 USA
Phone: 917-767-4632 917-293-2746 **Website: www.pbcausa.org**
President: Mr. Joseph D'Costa General Secretary: Mr. Richard Biswas
Registered non-profit 501 (C) (3) organization for NY, NJ, & CT.

SOURCE AND SOLUTION INC.(COOPERATIVE SOCIETY)
P.O. Box- 3691 Grand Central Station, New York, NY 10163-3691 USA
Phone: 609-936-1194 718-429-3971
President: Mr. Norbert Mendes General Secretary: Mr. Paul Bivuti Bala

BANGLADESH CHRISTIAN ASSOCIATION
10408 Balsamwood Drive Laurel, MD 20903 USA
Phone: 240-295-0581 301-853-5881 Email: simonap@juno.com
President: Mr. Simon Pereira
General Secretary: Mr. Joseph Bablu Gomes

CHRISTIAN JUBO SHAMAJ
1350 Windmill Lane, Silver Spring, MD 20905 USA
Phone: 301-384-4921 301-431-1942 Email: ustadzee@yahoo.com
Contact: Mr. Collins Gomes Mr. Samual D'Costa

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE SOCIETY
9603 Armistead Road, Silver Spring, MD 20903
Phone: 301-431-0675/301-431-3133 Email: pobitra@aol.com
President : Mr. Jerome Pobitra Rozario
General Secretary : Mr. Felix Gomes

CANADA:
BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF ONTARIO,CANADA

BANGLADESH CHRISTIAN COOPERATIVE OF ONTARIO, INC.
155 Linden Avenue, Toronto, ON MIK 3J1 CANADA
Phone: 416-267-5221 / 416-269-2142 Email : bccso2000@hotmail.com
President: Dr. David H. Mazumdar
General Secretary: Mr. Gabriel S. Rozano

BANGLADESH CATHOLIC ASSO. OF CANADA, MONTREAL
805 BouI. Ste. Croix
St. Laurent, Montreal, Quebec, QC H4L 3X6 CANADA
President: Mr. Sunil Gomes
General Secretary: Mr. Anil Saha

BERMUDA:
BENGALI CULTURAL ORGANIZATION, BERMUDA
35 Happy Vally Road
Pambrook HM 12 Hamilton BERMUDA
Phone : 441-296-8336 441-295-9310
President: Mr. Robin Deesa
General Secretary: Mr. Romeo Gomes

সম্পাদকীয়

খ্রীষ্টিয় চিন্তা চেতনায়, ধর্মীয়বোধে, নম্রতায় সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে কি করে প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান সমাজের কলেবর বৃদ্ধি ও সুসংগঠিত করা যায় সেই প্রচেষ্টায় আমরা যেন প্রত্যেকের সহযোগিতায় একটি গর্বিত, প্রসংশিত সমাজ উপহার দিতে পারি। আসুন সমস্ত দলাদলি, হিংসাদ্বেষ, স্বজনপ্রীতি ভুলে পারস্পরিক ভালবাসা ও একাত্মতা দিয়ে আমাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টায় নিয়োজিত করি। আমি প্রবাসীর সকল সদস্য সদস্যাদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই,

এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেল হতে একটু অংশ উল্লেখ করতে চাই–

"যাহারা সজল নয়নে বীজ বপন করে
তাহারা আনন্দগানসহ শস্য কাটিবে।"

পরিশেষে, তেপান্তরীর এ সংখ্যা প্রকাশ করতে যারা আমাদের বিভিন্ন পর্বে সাহায্য করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। যে কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি আপনাদের অফুরন্ত ক্ষমায় মার্জিত করবেন। ধন্যবাদ।

সম্পাদনায় ঃ
রিচার্ড বিশ্বাস
সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ
সাইমন গমেজ ও যোসেফ ডি. কস্তা (বিকাশ)
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
লুইস সুবীর রোজারিও
যোসেফ কিশোর গমেজ
নিপু গাঙ্গুলী
প্রকাশনায় ঃ
প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, ইন্‌ক

কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ঃ রাশেদ আনোয়ার - (৯১৭) ৬০৭-৬৮৩৩
মুদ্রনে ঃ কালারগাইড প্রিন্টিং প্রেস - (৭১৮) ৪৩৩-০৪৫০, (৯১৭) ৯৭৫-৫৫৫১

প্রবাসীর বার্ষিক সাধারণ সভা

(১ম পাতার পর)

করা হয়। কার্যকরী পরিষদ বিলুপ্তী ঘোষনার আগে সভাপতি সাইমন গমেজ প্রবাসীর সকল সদস্য-সদস্যাদের ধন্যবাদ জানান। এরপর নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করেন। প্রতি পদের জন্য একজন করে প্রার্থী থাকায় নতুন কার্যকরী পরিষদের সকলেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন মিঃ পল বিভূতি বালা, সহকারী কমিশনার থেকে সাহায্য করেন মিঃ রেমন্ড গমেজ ও মিঃ গ্লেন রোজানভ। এরপর নির্বাচন কমিশন, নব নির্বাচিত সকল কার্যকরী পরিষদের সদস্য/সদস্যাদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং শপথ গ্রহণ করান। পরিশেষে নব নির্বাচিত সভাপতি, মিঃ যোসেফ ডি কস্তা (বিকাশ) উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে সকলের সাহায্য কামনা করেন। পরিশেষে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সমাপনী প্রার্থনা করেন মিঃ মোজেস পাটোয়ারী। এরপর নৈশ ভোজ শেষে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। নব নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদঃ

সভাপতি - মিঃ যোসেফ ডি কস্তা
সহ-সভাপতি - মিসেসঃ প্রভা গনছালবেস্
সাধারণ সম্পাদক - মিঃ রিচার্ড বিশ্বাস
সহ-সাধারণ সম্পাদক - মিঃ উইলিয়াম গমেজ
কোষাধক্ষ্য - মিঃ জেভিয়ার গমেজ
সহকারী কোষাধক্ষ্য - মিঃ ড্যানিয়েল গমেজ
সাংগঠনিক সম্পাদক - মিঃ সাইরাস রোজারিও
যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক - মিঃ লিটন গ্রেগরী
যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক - মিঃ প্রবীর দেসা
যুগ্ম যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক - জন মালো
যুগ্ম যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক - স্যামুয়েল কুইয়া
সদস্য - ফিলিপ গমেজ
সদস্য - সিলভিয়া ডি কস্তা

বেঙ্গলী ফেলোশীপের ইস্টার সানডে

(১ম পাতার পর)

কালচারাল অনুষ্ঠান। বড়দিনের উপাসনা পরিচালনা করেন রেভাঃ সেন্‌ফোর্ড সুভাষ ভৌমিক। তিনি উপস্থিত সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশ্ববাসী সকলের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা উৎসর্গ করেন।

মন্ডলীর সম্পাদক মিঃ মোজেস পাটওয়ারী উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান, উপাসনায় অন্যান্য অনেকে তাদের নিজেদের সঙ্গীত, কবিতা, গল্প ও ছড়া পরিবেশন করে পুরো উপাসনাকে প্রাণবন্ত করে তুলে। উপাসনার শেষ পর্বে বড়দিনে ঈশ্বরের বাক্য পরিবেশন করেন চার্চের পালক মিঃ ডমিনিক রানী এবং উপাসনা শেষে তিনি সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন; এবং আশির্বাদের মধ্য দিয়ে উপাসনা শেষ হয়। এবারে বড়দিনের কির্ত্তন ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

এরপরে শুরু হয় বাঙ্গালী কালচারাল অনুষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী ছোয়া।

বাপ্পী হালদার ও জেমস্ বাড়ৈর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এতে ছিল বিভিন্ন রকমের আনন্দের প্রকাশ। যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সকলেন মধ্যেই ছিল প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দিপনা। মনে হচ্ছিল ক্ষণিকের জন্য নিউইয়র্কে বসে বাংলাদেশের স্বাদ গ্রহন করছি।

এতে ছিল গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, কৌতুক ও অভিনয় যার ছোয়ায় দর্শকগণ মুহু মুহু করতালীতে তাদের আনন্দ প্রকাশ করেন। যারা এই সার্বিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন: মিঃ মোজেস পাটওয়ারী, মিসেস দয়া পাটওয়ারী, প্রিয়াংকা, মুকুট, প্রদীপ, টীনা, যোশী, পপী, ডমিনিক পলী, রিচার্ড, ডেনিস, দীপ, জুলী, উপালী, মিসেস যমুনা চক্রবর্তী, স্বপন বারৈ, মুমু, তুর্য্য, বাবনী, জেমস্ কর্মকার, জেমস বাড়ৈ, জুলি রত্ন, মিঃ সমীরন বৈরাগী, ইমা, শান্তা, প্রাপ্তী ও আরো অনেকে। শান্তা ক্লজ এবারে প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে সকলের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সবশেষে প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে দিনের অনুষ্ঠান সূচীর সমাপ্তি হয়।

বিশপ থিওটোনিয়াজ সি.এস.সি. এলেন নিউইয়র্কে

-নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউইয়র্ক: বিগত ১৩ জুন রোজ রবিবার ২০০৪, ঢাকার সহকারী বিশপ শ্রদ্ধেয় থিওটোনিয়াজ গমেজ এক আকস্মিক সফরে নিউইয়র্কে এলে প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন তাকে প্রাণঢালা সম্ভোর্ধনা প্রদান করে।

নিউইয়র্কে দু'দিন ব্যাপী অবস্থানের প্রথমদিনে তিনি জামাইকার একটি বাড়ীতে খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। পরদিন কুইন্স শহরের কুইন অব এনজেল চার্চে প্রবাসী বাঙালী খ্রীষ্টান সমাজের কল্যান কামনা করে অপর একটি খ্রীষ্টযাগ অর্পণ করেন। তাকে সহযোগিতা করেন একই ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ডেইলী ও ফাদার ষ্টেনলী গমেজ (আদি)।

মীসা শেষে চার্চ মিলনায়তনে প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করা হয়। মানপত্রের জবাবে তিনি এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রবাসী সমাজবাসীর ঐক্যের উচ্চশিত প্রশংসা করেন। আরও বক্তব্য দেন ফাদার ডেইলী, ফাদার ষ্টেনলী গমেজ ও প্র: বা: খ্রী: এসো: এর সভাপতি মি: যোসেফ ডি কস্তা। অবশেষে বিশেষ চা-চক্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি পরিবার উক্ত চা-চক্রের ব্যয়ভার বহন করে। প্রবাসী প্রেসিডেন্ট উক্ত পরিবারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

টরেন্টোতে বড়দিন উদ্‌যাপন

(১ম পাতার পর)

সদস্য/সদস্যা, অতিথিবৃন্দ ও শুভানুধ্যায়ীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ মিলন মেলায় যোগদান করেন। অত্যন্ত প্রাণময় পরিবেশে সকলে কুশল বিনিময় ও নানা গল্পগুজবে মেতে উঠেন। শিশুদের কলকাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠে মিলনায়তনটি। বড়দিন উপলক্ষ্যে এসোসিয়েশন এক বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে।

প্রথমপর্বে মিসেস লরেটো গমেজের পবিত্র বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্য দিতে গিয়ে এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডমিনিক রোজারিও উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন, দূরদুরান্ত থেকে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সে জন্য আন্ত রিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি অনুষ্ঠানের নানা ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে উৎসবের বিভিন্ন কর্মসূচি উপভোগ করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, সামাজিক জীবনে ও দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি সদস্য ও সদস্যা হচ্ছে A piece of dimond সদস্য ও সদস্যাদের আলোতে আমাদের সমাজ হয় আলোকিত, তাঁদের সহযোগিতায় আমরা সুষ্ঠু, গতিশীল ও (বাকী অংশ ১০ পাতায়)

প্রবাসী কার্যকরী পরিষদ

যোসেফ ডি' কস্তা (বিকাশ)
সভাপতি

রিচার্ড বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক

প্রভা গনছালভেস
সহ-সভাপতি

জেভিয়ার গমেজ (আদি)
কোষাধ্যক্ষ

সাইরাস রোজারিও (মনু)
সাংগঠনিক সম্পাদক

উইলিয়াম গমেজ (পলাশ)
সহ-সাধারণ সম্পাদক

ড্যানিয়েল গমেজ (উজ্জ্বল)
সহকারী কোষাধ্যক্ষ

প্রবীর দেছা
যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক

লিটন গ্রেগরী
যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক

জন মালো (রানা)
যুগ্ম যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক

স্যামুয়েল কুইয়া (স্যামি)
যুগ্ম যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক

সিলভিয়া ডি' কস্তা
মনোনীত সদস্যা

ফিলিপ গমেজ
মনোনীত সদস্য

প্রবাসী উপদেষ্টা মন্ডলী

বেঞ্জামিন রোজারিও

ফাদার ষ্ট্যানলী গমেজ (আদি)

আইরিন ডি. রোজারিও

নিপু গাঙ্গুলী

মোজেস পাটোয়ারী

জন বাড়ৈ

শিলা রোজারিও

ডমিঙ্গো অনিল গমেজ

রবার্ট গমেজ (আদি)

এ্যান্থনী বিমল গমেজ

ক্লেমেন্ট বাদল রোজারিও

অনিল রোজারিও

মেবেল গমেজ

সেবাষ্টিয়ান পঙ্কজ রোজারিও

এ্যান্থনী গমেজ (হাটি)

অরূপ মার্ক মধু

প্যাট্রিক রোজারিও

পল বিভূতি বালা

যোসেফ প্রদীপ দাস

গ্যাব্রিয়েল ডি ক্রুজ

নির্মল গমেজ

নরবার্ট জে. মেন্ডেজ

রেমন্ড গমেজ

সুবীর এল রোজারিও

ইম্যানুয়েল সমির দত্ত

সাইমন গমেজ

নেথানিয়াল হালদার

*জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাতৃভূমি ছেড়ে আমরা সবাই এসেছি এই নতুন দেশে, নতুন সমাজে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে আমরা সবাই সংগ্রাম করে চলেছি রূঢ় বাস্তবতার সাথে। এই সংগ্রামের ফসল আজ ফলতে শুরু করেছে। আমাদের সন্তানেরা আজ লেখাপড়া শেষ করে উচ্চ শিক্ষায়, শিক্ষিত হয়ে আমেরিকার বুকে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের এই সাফল্যে আমাদের এই বাঙ্গালী খৃষ্টান সমাজ আনন্দিত ও গর্বিত। আমরা আরও গর্বিত - তাদের পরিবারবর্গের জন্য- যাদের কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ ও উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা আজ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সন্তানকে সুশিক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বয়স্ক বাবা-মাকে করতে হচ্ছে কঠিন শ্রম সাধনা। প্রবাসী বাঙ্গালী খৃষ্টান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা তাদের সবাইকে জানাই গভীর শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জানাই তাদের সবার পেশাকে। এক এক করে তাদের সবার পেশাকে আমরা জানাব শ্রদ্ধাঞ্জলী। 'তেপান্তরী'র এই সংখ্যায় আমরা যে পেশাকে শ্রদ্ধা জানাব, তা হলো - **"বাবুর্চি পেশা"**।*

শ্রদ্ধাঞ্জলী

বাঁচার জন্যে যেমন অক্সিজেনের প্রয়োজন, খাদ্যের প্রয়োজনও একই। 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল।' আর এই সুস্বাস্থ্যের জন্যে পুষ্টিকর খাদ্যের দরকার। খাদ্য দেহের পুষ্টি সাধন করে। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুস্থ মন, কাজে উৎসাহ ও পরিশ্রম করার প্রবণতা সুপুষ্টির লক্ষণ। সব মানুষের শারীরিক অবস্থা ও কাজের ধরণ এক রকম নয় বলে মানুষে মানুষে খাদ্য উপাদানের চাহিদার তফাৎ হয়। মানুষ কিছু কিছু খাদ্য সরাসরি প্রকৃতির হাত থেকে খেতে পারে আবার কিছু কিছু খাদ্য রান্না করে খেতে হয়। এই রান্নার সাথে আমরা কম বেশী সবাই কমবেশি পরিচিত। কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। যারা এই রান্নার জ্ঞানের অধিকারী এবং পেশা হিসেবে নিয়েছেন তাদেরকেই আমরা COOK বা বাবুর্চি হিসেবে জানি। আমাদের খৃষ্টান সমাজের অনেকেই এই পেশায় নিয়োজিত। দেশে, বিদেশে এদের অবদান অনেক। সমাজে তাদের এই অবদানের জন্যে প্রবাসী সংঘ এবছর তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্ত অন্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবমাননা বা ছোট করার জন্যে নয়। সমাজের অনেকেই এ পেশার লোকদের অনেক সময় ছোট চোখে দেখে থাকেন, যেমন দেখে থাকেন বাংলাদেশের কৃষকদের। কৃষকরা যেমন দেশের জাতির মেরুদন্ড। বাবুর্চিরা তেমন খাদ্যের ও তার পরিবেশনার মেরুদন্ড। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্নতা যেমন দেশকে সম্বৃদ্ধ করে, সুষ্ঠুভাবে তৈরি করা খাদ্য দেহকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে। এই বাবুর্চি পেশা অত্যন্ত সম্মানজনক এবং প্রতিষ্ঠিত পেশা বলেই প্রবাসী সংঘের এই সিদ্ধান্ত; এই পেশার লোকদের সম্মান প্রদান।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই আমাদের খৃষ্টান সমাজের লোকজন এই পেশায় কাজ শুরু করে। এদের কাজের গোড়াপত্তন শুরু হয় মূলতঃ কলকাতা শহরে। সেখান থেকে এরা পাড়ি জমায় দিল্লী, বম্বে। তখন দিল্লী, বম্বে ছিল পৃথিবীর অপর প্রান্ত। পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতির কারণেই এ পেশায় আসা। অল্প লেখা-পড়া জেনে অনেকে এ পেশায় এসেছেন। ধীরে ধীরে এরা অন্যান্য দেশে পাড়ি জমাতে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়া শুরু করেন। এই মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরীর জন্যে পাড়িই এই বাবুর্চি পেশা দেশের ও খৃষ্টান সমাজের উন্নতির এক অংশের MILE STONE। আজ কোন কোন খৃষ্টান অঞ্চলের যে বহিঃপ্রকাশ ও উন্নতি আমরা দেখছি বা উপভোগ করছি তা এ মধ্যপ্রাচ্য চাকুরীরই অবদান। তবে এখানে বললে ভুল হবে না যে মধ্যপ্রাচ্যে অন্য পেশার চাকুরী করেও সমাজের তথা দেশের উন্নতির ভাগিদার হয়েছেন অনেকে।

বিংশ শতাব্দীর আশি দশকের শুরুর দিকে যখন মধ্যপ্রাচ্যের চাহিদা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে তখন মানুষ আমেরিকায় আসতে শুরু করে। তখন দেখা গেছে এদেশে আসা সিংহভাগই বাবুর্চি পেশায় নিয়জিত। যারা উচ্চ শিক্ষার জন্যে এখানে পড়াশুনা করতেন তারা কলেজের খরচ উঠানোর জন্যে ওয়েটারের কাজ করতেন। তাদের অনেকেই আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সামাজিক কর্মকান্ডে বাবুর্চিদের ভূমিকা অনেক। বিশেষ করে কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে বা কোন পর্ব পালনে তাদের অবদান অনেক। কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে যারা খেতে যান তাদের প্রধান আকর্ষনই থাকে খাওয়া দাওয়ার প্রতি। যারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তাদের সুনাম বা দুর্নাম নির্ভর করে বাবুর্চির দক্ষতার উপর। যেমন ধরুন আমরা পার্টির পরেই বলে থাকি - কে খাওয়া রান্না করেছে - খাওয়া খুবই মজা হয়েছে। তাই বিয়ে বা অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানের সফলতা বিশেষ করে ভোজন বাবুর্চির কর্মকান্ডের উপর নির্ভরশীল। তাদের হাতের সুস্বাদু রান্না কোন অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও

মধুময়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই সফলতার জন্যে বাবুর্চিদের প্রকাশ্যে মর্যাদা দেয়া হয় না।

সেই রাজা বাদশাদের আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাবুর্চিদের চাহিদা অনেক উর্দ্ধে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে রাজতন্ত্রে বাবুর্চিদের একটা বিশেষ স্থান ছিল। যা বর্তমান শাসন ব্যবস্থায়ও আছে। রাজ রাজাদের বিশেষ একটা মোহই ছিল খাওয়া দাওয়ার উপর। তাইতো বলা হয় 'বাদশাহী খানা'। তখনকার রাজা বাদশারা যেমন সুন্দর খানা পরিবেশন করে তাদের মান মর্যাদা দেখাতো আজও আধুনিক President বা Prime Minister Presidential Dinner পরিবেশন করে তাদের মান মর্যাদা দেখিয়ে থাকে। আর এর পেছনে যাদের অবদান তারা হলো - বাবুর্চি। তাই রসনা ভোজন সম্পূর্ণ নির্ভর করে বাবুর্চিদের উপরে।

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলেরই অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বাবুর্চিদের অবদান অনস্বিকার্য। তাদের উপার্জিত অর্থ এই অঞ্চলগুলোর উন্নতির কারণ। আমরা অনেকেই এই অঞ্চলগুলোর উন্নতি বা স্থান নিয়ে গর্ব বোধ করি কিন্তু যাদের পয়সায়, কায়িক পরিশ্রমে বা ত্যাগ স্বীকারে এটা সম্ভব হয়েছে তাদেরকেই ভুলে যাই। আজ কোন মন্ত্রী-মিনিষ্টাররা এই অঞ্চলগুলোতে গেলে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কোন একটা অঞ্চলের উন্নতি মানে আংশিকভাবে দেশের উন্নতি। অনেকেই এদের হাবভাব বা খরচ দেখে অপচয় বলে থাকেন। কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে তাদের এই খরচার জন্যেই ঐ গ্রামগঞ্জের অনেকে খেটে খেয়ে বেঁচে আছেন।

দেশে বেকার সমস্যার দূরিকরনেও এদের অবদান অনেক। আজ বাংলাদেশে যে বেকার সমস্যা আছে সেটা আরও প্রকোপ পেতো যদি আমাদের অনেকেই এই পেশায় কর্মরত না হতো বা বিদেশে পাড়ি জমাতো। অনেকেই প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করেন যে - সে বাবুর্চি। কিন্তু এই পেশা একটা শিল্প। তাইতো বলা হয় "Culinary Art"। একজন চিত্র শিল্পী যেমন তার শিল্পকলা তার মনের মত রং দিয়ে সাজিয়ে তোলে। তেমনই একজন Cook তার খাওয়া তৈরী ও পরিবেশনাকে নিজের মনের মত সাজায়। যা আমরা আজকাল সব Cooking Channel এ দেখতে পাই।

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সিংহভাগ আসে বিদেশে কর্মরত নাগরিকদের আয়ের মাধ্যমে। আর এর বেশীর ভাগই কাজে লাগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে। আমাদের বাবুর্চিদের অনেকেই জানেন না যে তারা কিভাবে সরাসরি দেশের উন্নয়নে কাজে লাগছেন। তাদের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশের শিল্প উন্নয়নে কাজে লাগছে।

আমাদের খৃষ্টান গ্রামের ব্যাংকগুলোতে এদের এত পরিমাণ Fixed Deposit আছে যে যা বাংলাদেশের কোনও ব্যাংকে কোনও একটা শাখায় এত পরিমাণ নেই। গত বেশ কয়েক বছরে যা জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। অনেকে খুব অল্প বয়সে গ্রামের বাড়ীতে অবসর গ্রহণ করে সুদের টাকায় সৎভাবে বসে বসে জীবন উপভোগ করছেন।

শুধু তাই নয় ব্যাংক এই Fixed Deposit বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করছে। অতএব দেখা যায় যে তারা যে শুধু নিজেদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করছে তাই নয়, পরোক্ষভাবে দেশের উন্নতিতেও সহায়তা করছে।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে বা শহরে খৃষ্টানদের কোন গির্জা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন দানের জন্য আহ্বান জানানো হয় তখনও এই পেশার লোকেরা মুক্ত হস্তে এগিয়ে আসেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাদের দানের পরিমাণ অনেক। এটা একমাত্রই সম্ভব হয় তাদের উপার্জনের জন্যে।

বিংশ শতকের আশি দশকের সময় অনেকে মধ্যপ্রাচ্যের চাকুরীর মোহে পরে লেখা পড়া ছেড়ে সেখানে পাড়ি জমিয়েছেন। বলতে লজ্জা নেই ঐ সময়টায় আমাদের খৃষ্টান সমাজের কোন কোন অঞ্চল শিক্ষায় কিছুটা পিছিয়ে গিয়েছিল।

আমাদের বাবুর্চিদের অনেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তারা তাদের ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত করছেন।

আমাদের বলতে কোন দ্বিধা নেই যে আজকে আমাদের খৃষ্টান সমাজে অনেক ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পুরোহিত আছেন যারা বাবুর্চি পিতার ঘর থেকে এসেছেন। তাই আমাদের সমাজের বাবুর্চিরা তাদের ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষিত করে প্রমাণ করেছেন যে তাদের উপার্জিত অর্থের সুব্যবহার হয়েছে।

গত বেশ কয়েক বছর বিভিন্ন ম্যাগাজিনে (বড়দিন বা মিশা সংখ্যায়) বেশ কিছু লেখক বাবুর্চিদের কাজ কলাপের উপর গল্প-প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ হাসি তামাশা করেছেন। তারা ছুটিতে বাড়ীতে এসে কিভাবে আমোদ আয়েশ করছেন সেই দিকটাই বেশী করে ধরেছেন তাদের ভালো দিকটা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন না। আজকে আমরা অনেকেই আমাদের গ্রামের উন্নতির জন্যে মাথা উঁচু করে যে গর্ব বোধ করি বা বড়াই করি তার পেছনে যাদের বেশী অবদান তাদের মর্যাদা দিতে ভুলে যাই।

পরিশেষে বলতে চাই যে যারা বাবুর্চি পেশায় নিয়োজিত তারা আমাদের সমাজেরই অংশ। তাদের এই সৎ পেশাকে কোন ক্রমেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। বর্তমান যুগে পৃথিবীর সব দেশেই এই পেশার চাহিদা অনেক। সমাজে তাদের অবদানের জন্যে তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। অন্যান্য পেশার লোকজন যেমন তাদের অবদানের জন্যে গর্ব বোধ করে, বাবুর্চি পেশার লোকজনও তাদের পেশাকে নিয়ে গর্ব বোধ করুক। কবির ভাষায় বলতে হয় - "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

সমাজে যেমন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন, বাবুর্চিদেরও প্রয়োজন তদ্রুপ।

ইষ্টার সানডে পালিত

(১ম পাতার পর)

ইষ্টার সানডে। নিউ ইয়র্কের তিনটি চার্চ - ফার্ষ্ট বাংলা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, ইউনাইটেড বেঙ্গলী লুথারেন চার্চ ও বেঙ্গলী খ্রীষ্টিয়ান কমিউনিটি চার্চ

প্রথমবারের মত একত্রিত হয়ে ইষ্টার সানডে উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করেছে। ভোর পাঁচটায় এষ্টোরিয়ার ফার্ষ্ট বাংলা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চে পালন করা হয় সূর্যোদয়ের উপাসনা। এতে প্রবাসের খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক খৃষ্টভক্ত ও সংস্কৃতি পিপাসুরা উপস্থিত ছিলেন।

সকাল বেলায় যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থান অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল গান প্রার্থনা এবং বিশেষ প্রার্থনা উৎসর্গ। এদিনটিকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা করেন রেভাঃ জেমস্ এস রয়, পাষ্টর দিলীপকে সমাদর এবং শেষে রেভাঃ সুভাস ভৌমিক আর্শিবচন দিয়ে পুনরুত্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। ইষ্টার উপলক্ষে প্রার্থনা করেন, বেঙ্গলী কমিউনিটি চার্চের সম্পাদক মিঃ অলড্রিন পিঙ্কু বৈদ্য শাস্ত্রপাঠ করেন যমুনা চক্রবর্তী ও জন শ্রীকান্ত বাড়ৈ। বিশেষ বক্তব্য রাখেন এলবার্ট স্বপন বাড়ৈ। এছাড়া তিন চার্চের পৃথক পৃথকভাবে বিশেষ গান পরিবেশন করে। সবশেষে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রভাতী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন সংগঠনের আহবায়ক মিঃ

শৈলেন্দ্রনাথ সরকার।

সন্ধ্যায় ইউনাইটেড বেঙ্গলী লুথারেন চার্চে অনুষ্ঠিত হয় এব মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মোজেস পাটোয়ারীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে ধর্মীয় গান (কীর্তন) পরিবেশনার পর প্রার্থনা করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এতে তিনটি চার্চের শিল্পীরা অংশ নেয়। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের মূল পর্ব। এরপরই চার্চত্রয়ের নেতৃবৃন্দ তথা চার্চ ফেলোশিপের কার্যকরী কমিটি মঞ্চে উপস্থিত হন। এই সময় কমিটির আহবায়ক মিঃ শৈলন্দ্রনাথ সরকার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। বোর্ডের সদস্যরা হলেন ইউনাইটেড বেঙ্গলী লুথারেন চার্চ অব আমেরিকা পাষ্টর রেভাঃ এস রয়, প্রেসিডেন্ট জন শ্রীকান্ত বাড়ৈ, সেক্রেটারী অজিত মন্ডল। ফার্ষ্ট বাংলা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের পাষ্টর ডমিনিক ঢালী, সেক্রেটারী মোজেস পাটোয়ারী ও বেঙ্গলী খ্রীষ্টিয়ান কমিউনিটি চার্চের পাষ্টর দিলীপ সমাদর, সম্পাদক এলড্রিন পিঙ্কু বৈদ্য, প্রেসিডেন্ট মিঃ অসিত বারিকদার। সহকারী আহবায়ক আলবার্ট স্বপন বাড়ৈ এবং উপদেষ্টা রেভাঃ সানফোর্ড সুভাষ

ভৌমিক।

জুলি চক্রবর্তী ও জোসী হালদারের উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নীল চক্রবর্তী, পিয়াস দাস, জুলি রত্ন, বাবলী চক্রবর্তী, পলি খান, পিঙ্কু বৈদ্য, মনা বারিকদার, টমাস গোমেজ এবং কৌতুক নৃত্য, বিচিত্র খবর পাঠ ও কবিতা পাঠে অংশগ্রহন করেন যমুনা চক্রবর্তী, আলবার্ট স্বপন বাড়ৈ, দীপন ঢালী, মোজেস পাটোয়ারী, প্রিয়াংকা পাটোয়ারী, সুভাষ ভৌমিক, উপালী চক্রবর্তী, রিচার্ড বাড়ৈ, লিন্ডা বাড়ৈ, মেরী ভৌমিক, পপি হালদার, কাজল ঢালী, কাথরিনা পাটোয়ারী, ঝর্না বাড়ৈ, প্রাপ্তি ফলিয়ান, মমতা মজুমদার, দীপ চক্রবর্তী, মৈত্রী চক্রবর্তী, লেনি গোমেজ ও টিনা ভৌমিক।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মোজেস পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে আগতদের বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাদ্যে আপ্যায়িত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সফরে ফাদার যোসেফ পিশাতো

-নিজস্ব সংবাদদাতা

নিউইয়র্ক: বিগত ২৩শে মে, ২০০৪ ঢাকার নটরডেম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ফাদার যোসেফ পিশাতো সি এস সি বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলী প্ররিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের এক বিশেষ আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে নিউইয়র্কে আসেন। তিনি বাঙালী খ্রীষ্টান অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ যেমন: নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট, নিউজার্সি, মেরীল্যান্ড ও নর্থ ক্যারোলিনা সফর করেন ও আর্থিক সহযোগেতা দানে উদাত্ত আহ্বান জানান।

একই দিন সন্ধ্যায় তিনি কুইন্সের কুইন অব এনজেল চার্চে এক বিশেষ খ্রীষ্টযাগ অর্পন করেন। মীসা শেষে চার্চ মিলনায়তনে তার প্রতি বিশেষ সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিশেষ চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। পাঁচটি পরিবার এই চা-চক্রের ব্যয়ভার বহন করেন। এই পরিবারগুলো হলো মি: ও মিসেস জন বাড়ৈ, ব্রুকলিন; মি: ও মিসেস বেন্জামিন রোজারিও, বেয়ন; মি: ও মিসেস নরবার্ট মেন্ডেজ, নিউজার্সি; মি: ও মিসেস সেবাস্টিয়ান রোজারিও, ফ্লাশিং; মি: ও মিসেস অনিল ডমিংগো গমেজ, সানিসাইড। প্রবাসী প্রেসিডেন্ট মি: যোসেফ বিকাশ ডি কস্তা সমাজের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, ফাদার পিশাতো যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট ফ্রান্সিসকো ষ্টেটের অধিবাসী। তিনি বিগত ৪৩ বছর ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। তিনি ২৪ বছর নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বদেশে- বিদেশে তার অগনিত ছাত্র রয়েছে।

লেখা আহ্বান

বড়দিন সংখ্যা "তেপান্তরী" তে ছাপানোর জন্য আপনার লেখা গল্প, কবিতা, রম্য রচনা, ছড়া, উপন্যাস যথাশীঘ্র সম্ভব আমাদের নিম্নোক্ত ঠিকানায় ২০ নভেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন।

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159

প্রবাসীর তথ্য পেতে ভিজিট করুন

www.PBCAusa.org

শুলপুর ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ এর বড়দিন পুনর্মিলণী - ২০০৩ অনুষ্ঠিত

মার্থিয়াস রোজারিও ঃ বিগত ৫ই জানুয়ারী ২০০৪

খ্রীষ্টাব্দ সোমবার নিউইয়র্ক সিটির এষ্টোরিয়াস্থ সাকুরা রেষ্টুরেন্টে শুলপুর ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ বড়দিন পুনর্মিলণী ২০০৩ অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা মহাধর্ম প্রদেশের শুলপুর ধর্মপল্লীর অধিবাসীগণের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশে বড়দিন-পুনর্মিলণী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, ক্যাথলিক মাইগ্রেশন সার্ভিসেস অব নিউইয়র্ক এর বিশিষ্ট এটর্ণী এবং শুলপুর ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ এর উপদেষ্টা ফাদার জন গার্গস্কুয়াস্কী।

সংগঠনের সভাপতি মিঃ মাইকেল রোজারিওর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ সাইমন গমেজ ও বিশিষ্ট লেখক মিঃ স্টীভ মোহন গমেজ। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের ট্রেজারার মিঃ প্যাট্রিক রোজারিও ও বিশিষ্ট সমাজ সেবক মিঃ যোসেফ প্রদীপ দাস।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি মিঃ বিলাশ ইউজিন রোজারিও সংগঠনের গঠন ইতিহাস ও শুলপুর ধর্মপল্লীর পরিচিত ও ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ মার্থিয়াস রোজারিও বাবুল। আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণ সকলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সংগঠনের কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

আলোচনা সভার শেষে নৈশ্যভোজের আয়োজন করা হয়। নৈশ ভোজের পর বিশেষ নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, এই পর্বটি পরিচালনা করেন মিঃ মার্টিন রোজারিও।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গত ৬ই অক্টোবর ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে শুলপুর ক্যাথলিক এসোসিয়েশন অব ইউ,এস,এ নামীয় এই সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত শুলপুর ধর্মপল্লীর খ্রীষ্টান অধিবাসীগণ যারা যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রদেশ ও শহরে রয়েছেন তাদেরকে নিয়েই সংগঠনটি গঠন করা হয়েছে।

সংগঠনের মাধ্যমে শুলপুর ধর্মপল্লীর যে সকল খ্রীষ্টভক্ত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন এবং যারা সুদূর ধর্মপল্লীতে রয়েছেন তাদের মানবিক, সামাজিক ও আত্মোন্নয়ন মূলক কার্যে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা করণের লক্ষ্যে সংগঠনের যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

সোর্স এন্ড সলুইসনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৪

(১ পাতার পর)

সাধারণ সভায় বেশকিছু নুতন কার্যক্রম সদস্যগণ অনুমোদন করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, (ক) এবছর ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের অনুকরণে একটি উপবিধি (By laws) সদস্যগণের গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। সংগঠনের সকল সদস্যদের উপবিধি পাঠানো হয়েছে। (খ) নুতন উপবিধি অনুসারে এ বৎসর তিন জন ডাইরেক্টর, মিঃ চেষ্ঠার গমেজ, মিঃ ডমিঙ্গ অনিল গমেজ ও মিঃ ফ্যাংকো গমেজ হলেন নির্বাচিত বোর্ড অব ডাইরেক্টর। নুতন উপবিধি অনুসারে প্রতি বছর তিন জন নুতন বোর্ড অব ডাইরেক্টর নির্বাচিত হবেন। এছাড়া নুতন উপবিধি অনুসারে তিন জন ক্রেডিট কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয় তারা হলেন, মিঃ বেঞ্জামিন বাদল রোজারিও, মিঃ ডেরিক পিনারো ও মিঃ মিল্টন রোজারিও। (গ) একমাস পূর্বেই নির্বাচন ও নমিনেশন পরিচালনার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। তারাই এ বিষয়গুলি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন।

এছাড়াও এ সাধারণ সভায় ফাদার পিসাতো, নটরডেম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ ও সকলকে আশির্বাদ করেন। সংগঠনের পরিধি দিনে দিনে অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত দেড় বছরে প্রায় ১৫০ জন নুতন সদস্য সংগঠনে যোগদান করেন। এছাড়াও গত বৎসর প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার ডলার লোন অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫ লক্ষ ডলারে উন্নিত হয়েছে (হাফ্ মিলিয়ান) লোনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১০,০০০ ডলার করা হয়েছে। বিগত সাধারণ সভায় সদস্যদের রিবেট ও ডিভিডেন্ট দু বৎসরের এক সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ সভার রিপোর্ট ছিল দিকনির্দেশনা ও সুন্দর।

এই প্রতিষ্ঠানকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করতে পারলে আমাদের সমাজের সকলের আর্থিক উন্নয়নে অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এর জন্য প্রয়োজন সকল সদস্যগণের মেধার ব্যবহার ও আন্তরিক সহযোগিতা।

প্রবাসীর বড়দিন পূণর্মিলনী -২০০৩

(প্রথম পাতার পর)

কয়েক শত খ্রীষ্টভক্ত এই খ্রীষ্টযাগে অংশ গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টযাগ শেষে সবাই চার্চের হলে মিলিত হন এবং অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর শুরু হয় বিচিত্রানুষ্ঠান। এতে সুন্দর সুন্দর নাচ গান পরিবেশন করে প্রবাসীর ছোট্টমনিরা। এরপর শুরু হয় বড়দের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে গান গেয়ে আনন্দ দেন মিসেস রাখী শেখর, মিঃ অপু গাঙ্গুলী, মিঃ প্রবীর দেসা ও মিঃ নিপু গাঙ্গুলী। অপুদা ও নিপুদার গান উপস্থিত সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা সেই ইছামতির পাড়ে। এরপর মঞ্চে উঠে আসেন বাংলাদেশের পল্লী গানের মুকুটবিহীন সম্রাট শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ রায়। যে জনপ্রিয় গানটি গেয়ে তিনি সবাইকে স্তব্ধ করে দেন, তা হলো " তুমি আরেকবার আসিয়া যাও মোরে কান্দাইয়া"। এরপর শুরু হয় স্যান্টাক্লজের গিফট দেয়ার পালা। এতে স্যান্টাক্লজ সেজে সবাইকে আনন্দ দান করে মিঃ পল গমেজ। সাথে সহযোগীতা করেন মিসেস প্রভা গণছালবেস্, মিসেস শিপ্রা ডি কস্তা ও মিসেস লুসি গমেজ। স্যান্টার কাছ থেকে গিফ্ট পেয়ে ছোট্ট মণিরা আনন্দ কলরবে মেতে উঠে। সব শেষে আসে লটারী ড্র। এই পর্বটি অত্যন্ত রঙ্গরসে পরিচালনা করেন মিঃ ক্লেমেন্ট বাদল রোজারিও। লটারীতে দেয়া সব প্রাইজই প্রবাসীর সদস্যদের দেয়া। যারা এই প্রাইজগুলো দিয়েছেন তারা হলেন - মিঃ রিচার্ড বিশ্বাস, মিঃ ডেরিক গণছালবেস্, মিঃ টমাস দুলু রয়, মিঃ যোসেফ ডি কস্তা (বিকাশ), মিসেস লুসি গমেজ (ময়না) মিঃ প্যাট্রিক গমেজ ও মিঃ সেবাষ্টিন রোজারিও (পংকজ)। প্রবাসীর পক্ষ থেকে উপহার-দাতাদের জন্য রইলো আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। অনুষ্ঠানের মাঝে প্রবাসীর পক্ষ থেকে সকলকে বড়দিন ও নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান সভাপতি মিঃ সাইমন গমেজ ও সাধারণ সম্পাদক মিঃ যোসেফ ডি কস্তা (বিকাশ) যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সফল হয়ে উঠে তারা হলেন :- জন মালো, ফিলিপ গমেজ, এলিসাস গমেজ, ডোমিঙ্গা অনিল গমেজ, অনিল রোজারিও, রনি রোজারিও, জাষ্টিন রোজারিও, যোসেফ প্রদীপ দাস, অরুপ মার্ক মধু, ডেরিক গণছালবেস, মেবার্ট ফার্ণানডেজ, সাইরাস রোজারিও (মনু), পল বালা, শিপ্রা ডি কস্তা, লুসি গমেজ (ময়না), জয় টি রোজারিও, উইলিয়াম গমেজ (পলাশ), সেবাষ্টিন রোজারিও (পংকজ), অপু গণছালবেস, দিপু গণছালবেস, জেনেট রড্রিগাস, প্যাট্রিক রোজারিও, লিটন গ্রেগরী, শিলা রোজারিও। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন মিঃ নির্মল গমেজ ও মিসেস দিপ্তী গমেজ। উল্লেখ্য প্রবাসীর এই আনন্দ প্রবাহে যোগদানের জন্য সুদুর বারমুডা, টরেন্টো ও মেরীল্যান্ড থেকেও বেশ কিছু সংখ্যক অতিথি অংশ গ্রহণ করেন।

টরেন্টোতে বড়দিন

(৩ পাতার পর)

সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করতে সক্ষম হই, তাঁদের অংশ গ্রহণে এক মনোরম ও আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে। পরিশেষে, বড়দিন ও নববর্ষ সবার জীবনে বয়ে আনুক অফুরন্ত সুখ-সমৃদ্ধি ও ভালবাসা, যুগ যুগ ধরে আমরা ভাইবোন ও বন্ধু হয়ে বসবাস করতে পারি, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে, তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি মিঃ পাস্কেল গমেজ ও মিঃ ডেভিড স্বপন রোজারিও।

দ্বিতীয় পর্বে, শুরু হয় শিশুদের মাঝে সান্তাক্লজের উপহার বিতরণ। সান্তাক্লজ সাঁজেন মিঃ প্যাট্রিক জন রোজারিও। তিনি মহোল্লাসে নেচে নেচে দর্শকদের মাঝ দিয়ে হেঁটে মঞ্চে উপস্থিত হন। শিশুরা মঞ্চে এসে একে একে মহানন্দে তাদের উপহার গ্রহণ করে। এ পর্বটি পরিচালনা করেন মিসেস মৌসুমী গমেজ ও মিঃ জন বাবলু গমেজ। তৃতীয় পর্বে ছিল মনোজ্ঞ সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। নৃত্যে অংশগ্রহন করে মিসেস শিউলী গমেজ, এলিজাবেথ ডি কস্তা, সাজমিন ও মিসেস ডিনা অনামিক পিলে। সঙ্গীত পরিবেশন করে শিশুশিল্পী ভ্যালেন্টিনো গমেজ, মিঃ পলাশ দেজা ও মিঃ ডমিনিক রোজারিও। তবলায় সহযোগিতা করেন মিঃ ফ্রান্সিস পিকিপিলে ও মিঃ প্যাট্রিক জন রোজারিও।

বড়দিন উপলক্ষ্যে এবারও এসোসিয়েশনের মুখপত্র "আহবান" বর্ধিত কলবরে মনোরম প্রচ্ছদ ও আকর্ষনীয় অলঙ্করণে প্রকাশিত হয়। এবারই প্রথম উৎসবে তিনটি কীর্তন সমবেতভাবে পরিবেশন করা হয়। কীর্তন পরিচালনা করেন মিঃ ক্লিনটন বুলবুল গমেজ।

অতঃপর ৬টি বিশিষ্ট পুরস্কার দ্বারা সমৃদ্ধ Raffle Draw শুরু হয়। মিঃ ডেভিড স্বপন রোজারিও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি মিসেস মিলিতা রোজারিও, মিঃ যোসেফ এস গমেজ, মিঃ আইভিন ডি রোজারিও, মিঃ যোসেফ ডি কস্তা, মিঃ পাস্কেল গমেজ এবং মিসেস রমলা রোজারিওকে দিয়ে জয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নৈশভোজের পরপরই শুরু হয় Disco Music এর তালে তালে সমবেত নৃত্য। মিঃ ব্রায়েন রোজারিওর সুদক্ষ পরিচালনায় সকলের মাঝে এক আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সকলে মহানন্দে নৃত্যে অংশগ্রহন করেন।

অবশেষে, এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডমিনিক রোজারিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে খাদ্য কমিটি, অর্থ কমিটি, অভ্যর্থনা কমিটি, রেজিষ্ট্রেশন কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক কমিটিসহ অন্যান্য কমিটি যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়েছে তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নিঁপূনভাবে উপস্থাপন করেন মিঃ শেখর ইউজিন গমেজ।

নর্থ ক্যারোলিনায় একুশে উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নর্থ ক্যারোলাইনার বাংলাদেশীরা NC STATE UNIVERSITY হলে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান প্রজন্মের কাছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলাদেশের ভাষা শহীদদের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। এই অনুষ্ঠানে শিশু, কিশোর-কিশোরীরা বাংলায় গান গেয়ে, নেচে ও নাটকে অংশগ্রহন করে সবাইকে অবাক করে দেয়। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দেখানো হয় ছায়াছবি "মাটির ময়না"। অনুষ্ঠানটির সার্বিক পরিচালনায় সহযোগীতা করেন: অনিন্দ্র, কামরান, কেনী, কাকলী, রেজীনাল্ড, ডলার, নাহিদ, মিতু, আনিস, ডা: জামান ও আরো অনেকে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় বড়দিন পালিত

(১ম পাতার পর)

হলো যীশু খ্রীষ্টের জন্মতিথি উৎসব। উক্ত ঠিকানায় গৃহসংলগ্ন প্রশস্ত মাঠের সবুজ কচি ঘাস আমন্ত্রন জানিয়েছিলো ১২টি পরিবারের শিশু-কিশোর-কিশোরীদের, তাদের গুরুজনদের ও বেশ কয়েকজন অতিথিকে। কিন্তু দিনটি যে সম্পুর্ণ রৌদ্রজ্জ্বল হবে না তা আগেভাগেই আবহাওয়া দফতর থেকে জানা গিয়েছিল। মূল গৃহ ও পৃথকভাবে তৈরী সভাকক্ষের সাজসজ্জার জন্য প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল কিশোর-কিশোরীদের মাঝে।

পুনরুত্থান দিবস

২৪শে ডিসেম্বর রাতের হাল্কা বর্ষন ও পরদিন সকালের প্রচন্ড বাতাস ও মেঘাবৃত আকাশ কিছুটা হলেও অনুষ্ঠানের সময়ের বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল। আগে পিছে ও ধীরে ধীরে বিভিন্ন পরিবারের ৪০জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত হন। তাদের সংগে যোগ দেন নিমন্ত্রিত প্রায় ২০ জন অতিথি। নামাঙ্কিত 'ব্যাজ' পরিয়ে দেয় কিশোরী লিন্ডা। সকাল ১০টার দিকে এক চিলতে মেঘ-ভাঙ্গা রোদে আশার আলোসহ রঙিন বেলুন দিয়ে সাজানো ' মেরী খ্রীসমাস' ব্যানার আকাশে উড়িয়ে দিনটির শুভ উদ্বোধন করেন জন নিহার বিশ্বাস। সাথে ছিল শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দল - চেলসী আইলীন, বেন, মেলিসা, স্টীভ, নেপোলিয়ন, মৌ, মম, এরিকা ও নাথান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বড়দিনের শুভেচ্ছাবানী পাঠ করে সোফিয়া মন্ডল, রোজমেরী গমেজ ও কনি ব্যারল। এরপরই সুসজ্জিত সভাকক্ষে সংক্ষিপ্ত গান - প্রার্থনা - বক্তৃতা সহ মনোজ্ঞ প্রারম্ভিক সভা পরিচালনা করেন পাষ্টার এন, সি, দেউড়ী। এরপর শুরু হয় পিঠা ও চা-চক্রের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন পরিবারের মায়েরা নিয়ে আসেন - 'চিতৈ' (সাজ) পিঠা, পাটিসাপ্টা, কেক, সিমাই, পাকান পিঠা, খেজুরের গুড়ের পায়েস ইত্যাদি। বর্ষনের কারনে মাঠের পরিবর্তে 'ঘরে বসে খেলি' -তে অংশগ্রহন করে ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশু-কিশোর ও কিশোরীরা। 'চামচে মার্বেল রেখে ভারসাম্য দৌড়', ঝাঁপিতে 'টেনিস বল নিক্ষেপ', 'স্মৃতির পরীক্ষা', 'বিস্কুট দৌড়' - খেলাগুলো বেশ আনন্দদায়ক হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের জন্য ছিল ছবিতে ঐশ্বরিয়ার কপালে টিপ পরানো। আর মহিলাদের জন্য ছিল 'বাদ্যের সাথে বালিশ চালান'। এরপর উপস্থিত সবাই প্রীতিভোজে অংশগ্রহন করেন। আহারের পর্ব সার্বজনীন উপাসনা পরিচালনা করে সান ফ্রানিসসকো থেকে আগত অতিথি ওয়াল্টার ডি বিশ্বাস। তাঁর বক্তব্যের মূলসুর ছিল "রাজা হেরোদের 'শিশু' হত্যার মত আমরা যেন 'ভ্রুন' হত্যায় মেতে না উঠি।" তার আকর্ষনীয় মেজিক শো ছোট-বড় সবাইকে আনন্দ দিয়েছে।

মেলেসি ও চেলসী এবং আইলীন ও লিন্ডার দ্বৈত নৃত্য বেশ উপভোগ্য হয়েছে। উপহারের ঝুলি কাঁধে সান্টা ক্লজের আগমন ও উপহার বিতরন বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। এছাড়া অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষন ছিল চেয়ারের নীচে লাগানো স্টীকারের জন্য ৩টি পুরস্কার, জলের গ্লাসে লেখা ক্রমিক নাম্বারের উপর ভিত্তি করে ৩টি লটারী পুরস্কার, ধাঁধাঁর সফল প্রশ্নোত্তরের জন্য মার্ক রয় কতৃক প্রদত্ত ৩টি পুরস্কার এবং রাফেল ড্রয়ের উপর ৬টি আকর্ষনীয় পুরস্কার। সর্বশেষে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান হেনরী বাড়ৈ। বিদায় প্রার্থনা উৎসর্গ করেন রন বয়ার।

অনুষ্ঠানটি সাফল্যজনকভাবে শেষ করার লক্ষ্যে এর পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন, খেলাধুলা গান, প্রার্থনা ও আনুষঙ্গিক নানা কাজে সহায়তা করেন - জন নীহার বিশ্বাস, ডেভিড শিমসন, জন গমেজ, ফ্রান্সিস জয়ধর, শমুয়েল ব্যারল, রিচার্ড গমেজ, পিটার মধু, হেনরী বাড়ৈ,জ্যোতিকনা বাড়ৈ, মার্ক রয়, টমাস রয়, জর্জ মন্ডল ও নিকোলাস অধিকারী এবং তাদের পরিবারবর্গ।

ফার্ষ্ট বাংলা চার্চের বড়দিন অনুষ্ঠান

(১ম পাতার পর)

বড়দিনের উৎসব পালন করেন। ফার্স্ট বাংলা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ- নিউইয়র্ক এই দিনটি উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচীর আয়োজন করে। এবারের বিশেষ আকর্ষনের মধ্যে ছিল বড়দিনের উপাসনা ও ও কালচারাল অনুষ্ঠান। বড়দিনের উপাসনা পরিচালনা করেন রেভাঃ সেন্‌ফোর্ড সুভাষ ভৌমিক। তিনি উপস্থিত সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিশ্ববাসী সকলের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা উৎসর্গ করেন।

মন্ডলীর সম্পাদক মিঃ মোজেস পাটওয়ারী উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান, উপাসনায় অন্যান্য অনেকে তাদের নিজেদের সঙ্গীত, কবিতা, গল্প ও ছড়া পরিবেশন করে পুরো উপাসনাকে প্রাণবন্ত করে তুলে। উপাসনার শেষ পর্বে বড়দিনে ঈশ্বরের বাক্য পরিবেশন করেন চার্চের পালক মিঃ ডমিনিক রানী এবং উপাসনা শেষে তিনি সকলকে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন; এবং আশির্বাদের মধ্য দিয়ে উপাসনা শেষ হয়। এবারে বড়দিনের কির্ত্তন ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

এরপরে শুরু হয় বাঙ্গালী কালচারাল অনুষ্ঠান, যার মধ্যে ছিল প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী ছোয়া। বাপ্পী হালদার ও জেমস্ বাড়ৈর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। এতে ছিল বিভিন্ন রকমের আনন্দের প্রকাশ। যারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সকলেন মধ্যেই ছিল প্রচুর উৎসাহ ও উদ্দিপনা। মনে হচ্ছিল ক্ষণিকের জন্য নিউইয়র্কে বসে বাংলাদেশের স্বাদ গ্রহন করছি।

এতে ছিল গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া, কৌতুক ও অভিনয় যার ছোয়ায় দর্শকগণ মুহু মুহু করতালীতে তাদের আনন্দ প্রকাশ করেন। যারা এই সার্বিক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন: মিঃ মোজেস পাটওয়ারী, মিসেস দয়া পাটওয়ারী, প্রিয়াংকা, মুকুট, প্রদীপ, টীনা, যোশী, পপী, ডমিনিক পলী, রিচার্ড, ডেনিস, দীপ, জুলী, উপালী, মিসেস যমুনা চক্রবর্তী, স্বপন বারৈ, মুমু, তুর্য্য, বাবনী, জেমস্ কর্মকার, জেমস বাড়ৈ, জুলি রত্ন, মিঃ সমীরন বৈরাগী, ইমা, শান্তা, প্রাপ্তী ও আরো অনেকে।

শান্তা ক্লস এবারে প্রচুর উপহার সামগ্রী নিয়ে সকলের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সবশেষে প্রীতিভোজের মধ্য দিয়ে দিনের অনুষ্ঠান সূচীর সমাপ্তি হয়।

প্রবাসী বনভোজন

(১ম পাতার পর)

কানেটিকাটের প্রবাসীর ভাই বোনেরা সকাল ৮টায় কুয়াশাচ্ছন্ন, আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে, সবুজ বনে আসতে শুরু করে। সবগুলো বাস ও গাড়ী আসার পর শুরু হয় 'নাশতা' পর্ব। তাজা সবজির ভাজি, গরম-নরম সুজির হালুয়া, ডিম ও গরম গরম পরোটা ও বনরুটি দিয়ে একেবারে দেশীয় কায়দায় নাশতা সেরে প্রবাসী বন্ধুরা দৌড়-ঝাপের জন্য তৈরী হয়ে যান। ছোটমনিদের খেলা-ধুলা দিয়ে শুরু হয়। এরপর একে একে তরুন-তরুনী, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী একেবারে দাদু-দিদিমা পর্যন্ত সকলেই মেতে উঠেন নানা ধরনের খেলাধূলায়। এরফাকে ফাকে মশার কামড়ও খেয়েছেন অনেকে। দৌড়-ঝাপে হারানো শক্তি ফিরে পাবার জন্য প্রবাসী সবাইকে পরিবেশন করে হটডগ ও তাজা তরমুজ। সবাইকে হাসিমুখে রাখার জন্য 'যেমন খুশী তেমন সাজো' এর সাজে ছিল বাংলার কৃষক, চার্লি চ্যাপলিন, ফকিন্নী ও স্পাইডার ম্যান। সবাইকে হাসাতে হাসাতে ফকিন্নী কালেকশন করেন একশত ডলার - যা তিনি পরে প্রবাসী ফান্ডে দান করেন। এরপর আসে মধাহ্ন ভোজ। পোলাও মুরগী কোর্মা, আচারী বিফ, ডাল ও পরে মিষ্টি ও দইয়ের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন সবাই। খাওয়া শেষে যখন সবাই বসে বিশ্রাম নিয়েছেন, তখন গান গেয়ে সবাইকে আনন্দ দেন প্রবীর দেসা, মারীয়া ফার্নানডেজ, সুশান্ত গমেজ, জেসিকা ও এলেনা। বিকেলের শুরু হয় ফুটবল - বিবাহিত ও অবিবাহিতদের মধ্যে। গতানুগতিক ভাবে বিবাহিতরাই জেতে। এরপর আসে চা চক্র ও পুরষ্কার বিতরনী পর্ব। বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরন করেন মি: নরবার্ট ম্যান্ডেজ, মি: বেঞ্জামিন রোজারিও, মিসেস মেবেল গমেজ, পাষ্টর স্যানফোর্ড ভৌমিক, মিঃ পল বারিকদার ও মি: রবার্ট গমেজ (আদি)। এরপর ছিল লটারী ড্র। এরপর প্রবাসী সভাপতি মি: জোসেফ ডি কস্তা উপস্থিত সকলকে সহযোগীতা ও অংশগ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তী ঘোষনা করেন। যাদের সর্বাত্তক সহযোগীতায় এই বনভোজন পূর্ণ সার্থকতায় রূপান্তরিত হয় তারা হলেন: সেবাষ্টিন পংকজ রোজারিও, শিলা রোজারিও, অনিল রোজারিও, ডমিঙ্গো অনিল গমেজ, জন রড্রিগাস, অরূপ মার্ক মধু, এনথনী বিমল গমেজ, জন বাড়ৈ, ব্রাদার ডমিনিক, মেবার্ট ফার্নানডাজ, বেঞ্জামিন রোজারিও, নরবার্ট ম্যান্ডেজ, নির্মল গমেজ, রেনু গমেজ, ক্লেমেন্ট বাদল রোজারিও, পিটার রনি রোজারিও, সুভাস ডি কস্তা, পল বিভূতি বালা, তাপস গমেজ, ডেরিক পিনহেরে, ডেরিক গনছালবেস, অপু গনছালবেস, দ্বীপু গনছালবেস, মোজেস পাটোয়ারী, বিংকী পল, আগাথা রোজারিও, জেনেট রড্রিগাস, সুবীর এল রোজারিও, ফিলিপ গমেজ, বাবু, জর্জ রোজারিও, পলিকার্প হেবল গমেজ, প্যাট্রিক রোজারিও, প্রভা গনছালবেস, পলাস গমেজ, রিচার্ড বিশ্বাস, জেভিয়ার গমেজ, উজ্জ্বল গমেজ, প্রবীর দেসা, ঝর্না মালো, স্যামি কুইয়া, সিলভিয়া ডি কস্তা, রিটা মালো, সাইরাস মনু রোজারিও, লিটন গ্রেগরী, শিপ্রা ডি কস্তা, রোজমেরী ডি কস্তা, ইউফ্রেজি পূর্ণিমা গমেজ, চেষ্টার গমেজ, পল বিনয় গমেজ, যোসেফ প্রদীপ দাস, জেমস গমেজ (আদি), জাস্টিন রোজারিও, জেনেট রোজারিও, টমাস গমেজ, মেবেল গমেজ ও সিম্মি রোজারিও। যারা বনভোজনে বিভিন্ন খরচের বিভিন্ন অংশের ব্যয়ভার (স্পন্সর) বহন করেছেন, তারা হলেন:

পরোটা - মি: ও মিসেস প্রবীর দেসা
ভাজি - মি: ও মিসেস অনিল রোজারিও
ডিম - মি: ও মিসেস ডেরিক গনছালবেস এবং মি: ও মিসেস পলিকার্প গমেজ
হালুয়া - মি: ও মিসেস নির্মল গমেজ
তরমুজ - মি: ও মিসেস পলিকার্প হেবল গমেজ
হট ডগ - নিনো মানি অর্ডার
স্পোর্টস-মেডেল - মি: ও মিসেস গ্লেন রজানভ
লটারী গিফট - মি: রিচার্ড বিশ্বাস, মি: সাইরাস মনু রোজারিও ও সিম্মি রোজারিও, মি: উইলিয়াম পলাস গমেজ ও মিসেস অর্পনা গমেজ, মি: ডেরিক গনছালবেস ও মিসেস প্রভা গনছালবেস, মি: প্রবীর দেসা ও মিসেস প্রভাতী দেসা। উল্লেখ্য যে, প্রতিবছরের ন্যায় এবারো বনভোজনে অতিথি এসেছিলেন সুদূঢ় ভার্জিনিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশ থেকে।

Picnic 2004 in Maryland

(from 1st page)

There were at least 300 people from all over the Washington metro area and also from the out of states. Picnic started at 10 AM with a prayer and ended at 9.30 PM by thanking everyone. The whole picnic was full of fun and excitement. There were games for little children, young adult and for our respectable senior community. The exciting musical chair game for the married women was the major attractions in the whole picnic. Everyone participated in that was full of energy and enjoyed every seconds of it. Another mind blowing attraction was the soccer match between the married and unmarried" Jubok" in our Christian community. There were so many audience sitting around that soccer field and were cheering for their respectable team. It was really an enjoyable and memorable time for the whole community. Report by Collins Gomes, Bengali Jobo Shamaj.

চিত্রে প্রবাসীর বনভোজন

চিত্রে প্রবাসীর বনভোজন

চিত্রে প্রবাসীর বনভোজন

চিত্রে প্রবাসীর বনভোজন

চিত্রে প্রবাসীর বনভোজন

নিউইয়র্কে কারিতাস নির্বাহী পরিচালকের সংঙ্গে কিছুক্ষণ

সুবীর এল রোজারিও, নিউইয়র্ক ঃ স্বাধীনতা উত্তর ও পরবর্তীকালে শ্যামল বাংলার মাটিতে কারিতাসের ত্রাণকার্যের তৎপরতা, দুঃস্থ, আর্ত-মানবতার সেবা ও কল্যাণের কথা বাংলাদেশের ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। পবিত্র বাইবেলে উল্লেখিত আছে "তুমি, তোমার প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি করবে।" বাইবেলের জীবন্ত বাণী অনুশীলণে ও বাস্তবায়নে কারিতাস সফল হয়েছে তার মানব সেবামূলক কাজের মধ্য দিয়ে। তাই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে. "জীবে প্রেম করে যে জন, সেজন সেবিছে ঈশ্বর।"

বাংলার স্বাধীনতার উষালগ্নে তথা দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পরপর কারিতাসের প্রচেষ্ঠায় বিদেশ থেকে যে ত্রাণসামগ্রী আসে উহা নিয়ে নানা জনশ্রুতি রয়েছে। যেমন: "ঢাকায় সেদিন কারিতাসের ত্রাণসামগ্রী ধারনের স্থান ছিল না।" আমার নিজ গ্রামের জনৈক কারিতাস কর্মী বর্তমানে স্বর্গবাসী পল পিরিছ (পল সাধু) এর কাছে শুনেছি, তেজগাঁয়ের শিল্প এলাকা থেকে শুরু করে নারায়নগঞ্জ পর্যন্ত সকল সরকারী গুদামগুলো কারিতাসের ত্রাণসামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। শুধু তাই নয়, স্থান সংকুলানের অভাবে খোলা নীল আকাশের নীচে দিনের পর দিন ট্রাকেই রেখে দেয়া হয়েছিল ত্রাণসামগ্রী।" এই জরুরী ত্রাণসামগ্রী যথাযথ তত্ত্বাবধান ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত প্রদানে কারিতাস উড়োজাহাজ ব্যবহার করে। সেবার কাজে কারিতাস ছিল সেদিন দেশের অদ্বিতীয়। উল্লেখ্য তখন কারিতাস কোর (CORE) নামে অভিহিত ছিল।

বর্বর পাক-বাহিনী কেবলই বাংলার শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষান্ত হয়নি। তারা দেশের রেলপথ, জনপথ, সেতু, কালভার্ট ধ্বংস করে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। কারিতাস তার সকল কর্ম এলাকায় অসংখ্য কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তা, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ করে নিজ নিজ এলাকা সচল করে জনজীবন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

আজ সেই কারিতাসের নির্বাহী পরিচালক মিঃ বিটু ডি কস্তার মুখোমুখী হবার এক পরম সৌভাগ্য অর্জিত হয়। মিঃ ডি কস্তা (৬৫) নিঃসন্দেহে এক বিশাল কারিতাস প্রেমিক। কারিতাস তাপস। যিনি নিজ জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় (৩৩ বছর) অতিবাহিত করেছেন কারিতাসের মাধ্যমে দেশের আর্ত-মানবতার কল্যাণে। তার মুখ দিয়ে অনর্গল নির্গত হচ্ছিল কারিতাসের কাজের বর্তমান প্রসারতা, ব্যাপকতা এবং কর্মীদের কল্যানের কথা। প্রতি মুহূর্তে অবাক হয়েছি। অপলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলাম তার মুখ-মন্ডলের প্রতি। তার প্রতিটি কথা, বাক্য উচ্চারণ ছিল একান্তই প্রেরণাদায়ক। কোন কারিতাস কর্মীর দেহের কোন অর্গান বা অংশবিশেষ যদি অকেজো হয়ে পড়ে উহা দেহে পুনঃস্থাপন তথা দেশে হোক, বিদেশে হোক তার সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণ হয়েছে। এই পদক্ষেপ কারিতাস কর্মীদের কর্মপ্রেরণা যোগাবে নিঃসন্দেহে।

তার কথায়, আজকের কারিতাস ও সেদিনের কারিতাসের মধ্যে বিশাল পার্থক্য। আজ প্রায় সাত হাজার কারিতাস সেনা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে জাতির সার্বিক কল্যানের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে। আজ নিয়োগ ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। দেশের সর্বাধিক মেধা সম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বেশ ক'জন কারিতাস কর্মী বিদেশ থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী অর্জন করে দেশে ফিরেছেন। এই জ্ঞানী -পন্ডিতদের নেতৃত্বে এক নূতন ও আত্মনির্ভরশীল সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন - বিটু ডি কস্তা।

কিন্তু প্রবাসে আজ প্রশ্ন উঠেছে আজকের এই বিশাল কারিতাসের বীজ একদিন যারা বপন করেছিল তাদের স্মৃতি সংরক্ষণে। ফাদার লাবে (মৃত) ছিলেন কারিতাসের প্রথম নির্বাহী পরিচালক ও স্থপতি। তাকে যিনি সদা পরামর্শ, বুদ্ধিদানে এবং কারিতাসের বর্তমান প্রধান কার্য্যালয়ের জমি ক্রয়ে ও অফিস স্থাপনায় সহায়তা করেছেন- তিনি স্বর্গনিবাসী যোয়াকিম দেশাই। ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা চিন্তা করে তাদের স্মৃতি সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়।

সব সমাজেই নিন্দুক আছে। নিন্দুকেরা যাই বলুক, কারিতাসের সেবার মান ও জাতি দিন দিন হয়ে উঠুক খরস্রোতা নদীর ন্যায় প্রবল বেগমান, দুঃখী মানুষের মুখে ফুটুক তৃপ্তির হাসির রেখা। জাতি গঠন কাজে কারিতাসের মহান প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। স্বদেশের পথে বিদায় নিয়েছেন মিঃ বিটু কস্তা, কিন্তু তার কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে আছে। কথাগুলো যেন বাণী হয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রবাস জীবনের সর্বত্র।

নিউজার্সি-নিউইয়র্কে বিশপ মজেস কস্তাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বিগত ৯-১০ জুলাই, ২০০৪ বিশপ মজেস কস্তা যথাক্রমে নিউজার্সি ও নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলাদেশের খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ্যে মীসা উৎসর্গ করেন। মীসার পর উভয় স্থানেই তিনি তার নিজ ধর্মপ্রদেশের নানাবিধ বিষয়ে মত বিনিময় করেন। নিউজার্সিতে আলোচনা সভার পর নৈশভোজের সুব্যবস্থা ছিল ও উক্ত ভোজপর্বের মাধ্যমে সান্ধ্যকালীন কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

এদিকে নিউইয়র্কে মীসার পর একদল মেয়ে বিশপকে মাল্যদানে ভূষিত করে। পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় ছিলেন মিসেস শিলা রোজারিও। প্রবাসী বাঙ্গালী খ্রীষ্টান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিশেষ মানপত্র পাঠ করা হয়। নিউজার্সির অনুরূপ এখানেও নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খ্রীষ্টান কো অপারেটিভ সোসাইটির সাধারন সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

(১ম পাতার পর)

ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাংগঠনিক আলোচনা শেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চারজন নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টর নির্বাচিত হন এবং তিনজন সুপার ভাইজিং সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত নতুন চারজন ডাইরেক্টর হলেন:

১। পবিত্র রোজারিও
২। কলিন্স গমেজ
৩। সুনিল বেঞ্জামিন
৪। জুই বি গমেজ

নির্বাচিত তিনজন সুপারভাইজিং কমিটির সদস্যরা হলেন:

১। অতুল পিউরিফিকেশন
২। বিলাস ডি কস্তা
৩। এ্যালবার্ট ডেনেস রোজারিও

নতুনভাবে যারা দায়িত্ব গ্রহন করেন, তারা হলেন:

প্রেসিডেন্ট - পবিত্র রোজারিও
ভাইস প্রেসিডেন্ট - ডলি রোজারিও
সাধারন সম্পাদক - ফেলিক্স গমেজ
কোষাধক্ষ - সুবোধ আর্থার রোজারিও
ম্যানেজার - সুনিল ব্যাঞ্জামিন গমেজ

ক্রেডিট কমিটির সদস্য হিসেবে যারা দায়িত্ব গ্রহন করেন, তারা হলেন:

১। সুবোধ আর্থার রোজারিও - চেয়ারম্যান
২। আশা এলিজাবেদ গমেজ - সেক্রেটারী
৩। মার্টিন রোজারিও - সদস্য

সভা শেষে নতুন কমিটি সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের সাফল্য কামনা করে সমাপনী প্রার্থনা করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মি: সুভাস সেলেষ্টিন রোজারিও।

'ছোট ভাই রাজু'

অনন্ত গমেজ (বড়গোল্লা, গোল্লা মিশন)

ছেলেটির নাম রাজু–
আধ পাগলা হাবু।
চেহারা তার চায়না–
সারাক্ষন খাবার বায়না।
খেতে খেতে হয়েছে আমাশা–
তবুও খাবার দেখলেই করে "হা"।
কিছু দেখলেই করে খাই খাই–
কোন খাবারেই আপত্তি নাই।
রসগোল্লার কথা শুনে–
চোখ করে গোল।
মাংসের গন্ধ পেলে–
জিভে পড়ে লোল।
মাথায় আছে ছিট
ব্যবহারেও বেঠিক।
সে এই রকম ছেলে
কেমন যেন এলেবেলে।

A SNOWMAN ALIVE

Emma Porna Gomes 2nd Grd (N. Caralina)

One snowing it was very cold. And my family had hot choclate it was very good. And I heard a sound like this `tik` `tik`. So I open the door and I saw a snowman alive. I was very scared. He said hi to me and I said hi back to him. And then my mom came and then the snowman frose again. And I closed the door and ran upstairs to my room. I wrote in my dairy. I put my diary in my drawer and went downstairs. I told my sister about it but she didn't believe me at all. So I told my brother but he didn't believe either. I thought to myself that no one would believe me. I went to my mom and said Mom you have to believe me because I saw a alive snowman. My mom said I already know that I just didn't want to tell you, Now I know everyone trusts me!!

SPRING & SUMMER

Chelsea Gomes (Ontario, California)

Spring is wonderful,
Spring is beautiful.
Spring is warm and full of sun,
Spring is the time to have fun.

Spring is colorful,
So we can be cheerful.
Spring is the time when all
Beautiful and colorful flower grows.

Summer is hot and sunny,
Summer is to ride bike,
Summer is to be funny.
Summer is to play outside.

Summer is bright and relaxing,
Summer is the 4th of July,
Summer is swimming and champing.
Summer is the time to kite fly.

শয়তানের আড়ি

সুশীল জন গোমেজ (সিডনী, অষ্ট্রেলিয়া)

<ঋত–কৃত ঋক্‌থহীন দম্পতি
আদি পিতামাতা
অঋদ্ধ ছিল তাঁরা সদাসর্বদা
ঋষভ চূড়ে ঋষ্য সঙ্গে ঋষ্যের মত
নৃত্য –রত ছিল তাঁরা হরষে আনন্দোল্লাসে
শিশুর মত
অতি বড় ঋষিপতি বুদ্ধিতে নিষন
আদম সনে অররু হ'ল শতগুন
কুপিতে ঋষ্টি ফেলিল দৃষ্টি অশুভ আশে
কুপঘাত হানিল সে দারুন রোষে
অবলা মাতার পরে চরম আক্রোশে
কলুষিতা হইলা মাতা গন্ধম আস্যাদনে
নিভৃতে নির্জনে এ–ঋতু বসন্তে
শাপ–গ্রস্ত পিতামাতা শুঁড়িপথ ধরি
সর্ত সাঝে করিলেন গমন ঋষভোদ্যান ছাড়ি
ঋক্ষেশ ঋতিসম বিষাদে ও ত্রাশে
ঋভু রোষে অঋদ্ধ দম্পতি
প্রমাদ গুনিলেন ভবে দোজক দৃশ্য হেরি
নাহি অন্ন নাহি বস্ত্র নাহি আবাস
সর্বত্রই আছে যেন দেবতার গ্রাস

প্রলোভনে প্রবচনে হ'য়ে কুপোকাত
অসহায় পিতামাতা হায়
গুনিলেন প্রমাদ
উড়াইয়া বিজয় ধ্বজা ঋষ্টি হরষে
কহিলা আসিয়া আজি পিতামাতা সনে
স্বর্গ–সুখে আযগাহন কর অদ্যাপি
হের নয়ন মেলে মর্তের রুপ

যত পার তত লহ
কর উপভোগ
রুষ্ট ঋভু রুষ্টচিত্তে চলে যান ধেয়ে
প্রবেশিলঅ ঋষ্টি তাই নবদ্বার বে'য়ে
ঈঙ্গলা– পিঙ্গলা – ইড়া
মোচর খেয়ে যায়
ত্রি–নাড়ি ত্রি–ধারে ত্রি–বৈঠা বায়
কামতরী ব'য়ে চলে সুষুশ্মা ধরে
উদরা মুদরা তারায়
গুশুন বাজে
আদি এ–দম্পতি মাতে কামরশে

(পাঠকদের সুবিধার্তে কয়েকটা শব্দের অর্থ দেয়া হলো)
ঋত - ঈশ্বর, পরব্রহ্ম।
ঋকথ - সম্পত্তি, ঠিকায়াকায়।
অঋদ্ধ - সম্পদহীন, নিঃস্ব।
ঋষভ - বৃষ, পর্বা॥
ঋষ্য - মৃগ।
ঋষ্টি - শয়তান, রিপু।
ঋক্ষেশ - চন্দ্র, শশী।
ঋতি - গতি, গমন।
ঋভু - ঈশ্বর, দেবতা।
ঈঙ্গলা - পিঙ্গলা - ইড়া - মানব দেহের প্রধান তিনটি নাড়ি।
সুষুশ্মা - মেরুদন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী নাড়ি।
সুস্বন - মধুর ধ্বনি বা সুর।

একটি আত্মকাহিনী

বেঞ্জামিন রোজারিও, বেয়ন, নিউজার্সি

আমার নাম মাজ্‌দা প্রটোজে। আমি একটি মোটর গাড়ী। আমার জন্ম হয়েছিল ১৯৯৩ সনে। গার্ডেন সিটির মহীনবাবু আমাকে ১৯৯৩ সনের জুলাই মাসে কিনে আনলেন হাড্‌সন্‌ ডিলারের কাছ থেকে। মহীমবাবুর দুই ছেলে - তমাল ও তন্ময়। তমাল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আর তন্ময় হাই স্কুলে পড়াশুনা করে। তমাল যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতো, সেটা মহীনবাবুদের বাড়ী হতে বেশ দূরে। তমালের সহজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্যই মহীনবাবু আমাকে কেনেন।

আমি যখন মহীমবাবুদের বাড়ী এলাম তখন সবার কি আনন্দ। বাবুদের পরিবারের এক বন্ধু রহমান সাহেব আমাকে ডিলারের কাছ থেকে চালিয়ে বাড়ী নিয়ে আসেন। বাড়ী আসার পথে আমাকে চালাতে চালাতে রহমান সাহেব বল্‌লেন, "বেশ সুন্দর গাড়ী তো। খুব ভাল চলে।" এ কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। নিজের প্রশংসা কার না ভাল লাগে? মহীমবাবু খুশীতে তার মেজো শালিকার ছেলে ও মেয়েদের নিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়ালেন আমাকে নিয়ে। আমাকে পেয়ে সবচেয়ে বেশী খুশী হলেন মহীনবাবুর বড় ছেলে তমাল। আমি তাকে তমালদা বলে ডাক্‌তাম। আমাকে দেখে তমালদার আনন্দ আর ধরে না। জিদ্‌ ধরলেন তার পরের দিনই তিনি আমাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন ক্লাস করতে। মহীনবাবু ও তার স্ত্রী চিন্তায় পড়লেন একটু। তমালদা এর আগে গাড়ী তেমন চালান্‌নি। হঠাৎ করে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ী চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন, এটা যেন একটু চিন্তার কারণ হয়ে উঠ্‌লো। শেষ পর্যন্ত তমালদাকে ধরে রাখা গেল না।

সেদিন এক সুন্দর সকালে তমালদা আমাকে নিয়ে চল্‌লেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তমালদার বাবা মা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থণা জানালেন ছেলের নিরাপত্তার জন্য। তমালদা আমাকে স্টার্ট দিয়ে নেমে গেলেন রাস্তায়। আমিও চলতে আরম্ভ করলাম। তমালদা আমার রেডিও অন্‌ করে দিলেন। সুন্দর ইংরেজী সঙ্গীত ভেসে এলো। মিষ্টি গানের তালে তালে তমালদা আমাকে চালিয়ে নিয়ে চল্‌লেন। মনের আনন্দে নিজেও একটু গুন্‌ গুন্‌ করে গান ধরলেন। আমি ছুটে চল্‌লাম হাইওয়ে দিয়ে। অনেক গাড়ীকে ছাড়িয়ে গেলাম। তখন আমার যৌবন শরীরের শক্তি অনেক। দ্রুত চলতে আমার কোন অসুবিধা হলো না। যথা সময়ে তমালদাকে নিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছালাম। সারা দিন অপেক্ষা করে সন্ধ্যার সময় আবার তমালদাকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসলাম। প্রতিদিন সকালে তমালদাকে নিয়ে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সন্ধ্যার সময় তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনি। এভাবেই চল্‌লো আমার প্রতিদিনের কার্য্যক্রম।

আগেই বলেছি আমাকে পেয়ে মহীনবাবুদের বাড়ীর সবাই খুব খুশী। আমার এ বাড়ীতে

আগমন উপলক্ষে মহীনবাবু খুশীতে একটা কেক অর্ডার করে আন্‌লেন। তাতে লেখা হলো "MAZDA 93" আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ করলেন। মানুষের জন্মদিনের মতই আনন্দে কেকটা কাট্‌লেন। সবাইকে পরিবেশন করা হলো। রহমান সাহেবও এসেছিলেন যিনি প্রথমে আমাকে চালিয়ে মহীনবাবুদের বাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। কেক খেতে খেতে রহমান সাহেব বললেন, "কি মজা, গাড়ীকে উপলক্ষ করে কেক কাঁটা। এটা এই প্রথম দেখলাম।" সেদিন সন্ধ্যাটা এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশে কেটেছিল।

যখন মহীনবাবুদের বাড়ী এলাম, আমার আদর যত্নের সীমা ছিল না। গ্যারাজ ভাড়া করে আমাকে সেখানে রাখা হতো যাতে আমার কোন ক্ষতি না হয়। আমাকে ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে রাখা হতো। আমার স্টিয়ারিং হুইলে ক্লাব লাগান হতো যাতে আমাকে কেহ চুরি করতে না পারে। বাবুরা যখন Mallয়ে কেনাকাটা করতে যেতেন, আমাকে পার্কিং লটে পার্ক করে রেখে যেতেন। স্টিয়ারিং হুইলে ক্লাব লাগাতে ভুলতেন না। আমি পার্কিং লট থেকে দেখতে পেতাম, মহীনবাবু Mall হতে বার হয়ে দেখতেন আমাকে কেহ চুরি করলো কিনা। আবার দেখতাম উনি বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে পাহারা দিচ্ছেন। বাবুদের বাড়ীতে আমার আদর যত্ন ছিল অনেক।

বাবুদের বাড়ীতে আমি সবারই কম বেশী সেবা করেছি। বৌমাদের ও ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজন অনুসারে ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়েছি। সময়মত আবার তাদেরকে কলেজে পৌঁছে দিয়েছি। মহীনবাবু ও তার স্ত্রীকে অফিসে পৌঁছে দিতাম। আবার দেকান থেকে কেনাকাটার পর সব জিনিস পত্র যত্ন সহকারে বাড়ী এনে দিয়েছি। তবে তমালদার সেবা করেছি সবচেয়ে বেশী। আগেই বলেছি যে তমালদাকে নিয়ে রোজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতাম। সারাদিন আমি পার্কিং লটে বসে থাক্‌তাম। তমালদার ক্লাস ও কাজের শেষে আবার তাকে বাড়ী নিয়ে আস্‌তাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া আসার সময় আমি খুব সাবধানে চল্‌তাম। যদিও তমালদা আমাকে বেশ জোড়ে চালাতেন। আমার সব সময় লক্ষ্য ছিল, যাতে অন্য কোন গাড়ীর সাথে আমার সংঘর্ষ না হয়। তমালদার যেন কোন ক্ষতি না হয়। কোন রকম অঘটন থেকে তমালদাকে রক্ষা করাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

প্রতিদিনের মত সেদিনও কলেজ ক্যাম্পাসের পার্কিং লটে বসে অপেক্ষা করছিলাম তমালদার জন্য। ক্লাস ও কাজের শেষে তমালদা ফিরে এলেন। সেদিন একটু দেরী হয়েছিল। আমি তমালদাকে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। অনেকক্ষণ চলার পর বড় রাস্তা হতে ছোট রাস্তায় প্রবেশ করলাম। রাস্তার দু'পাশে বন-জঙ্গল। লোকালয় তেমন নেই। নির্মন গগনে পূর্ণিমার রুপালী চাঁদ। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বায়ু বইছে। বসন্তকালীন এক পরিবেশ। আমি জোর গতিতেই চলছি। এমনি সময় হঠাৎ করে পাশের জঙ্গল থেকে একটা হরিণ দৌড়ে এসে আমার সামনে পড়লো। তমালদা আকস্মিক এ ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জোড়ে ব্রেক করলেন্‌ জোড়ে ব্রেক করাতে আমি আমার গতি সাম্‌লাতে না পেরে রাস্তার ধারে উঁচু পাথরে আঘাত করলাম। বড় একটা শব্দ হলো। আমার ডান পাশের দরজা ও আমার শরীরের বেশ কিছু অংশ আঘাত প্রাপ্ত হলো। আমি প্রচন্ড ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলাম। ব্যাথায় কিছুক্ষনের জন্য সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখ্‌লাম তমালদা আমার শরীরের আহত অংশগুলি পরীক্ষা করে দেখছেন। চিন্তা করছেন আমি আর চলতে পারবো কি না। এত ব্যাথা পাওয়ার পরও যখন দেখলাম তমালদা কোন রকম ব্যাথা পাননি, আমি একটু স্বস্তি বোধ করলাম। আর দেখলাম হরিণটাও প্রাণে বেচেঁ গেছে। হয়তো এতক্ষনে বনে তার প্রিয়জনের কাছে চলে গেছে। নিজে গুরুতর আহত হয়েও যে তমালদা ও হরিণটাকে রক্ষা করতে পেরেছি, এতেই আমার আনন্দ।

বেশ কয়েক বৎসর হলো যে আমি মহীনবাবুদের বাড়ীতে এসেছি। যখনই পারি, বাড়ীর সবার সেবাযত্ন করি। এদিকে তমালদার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ হলো। গ্র্যাজুয়েশনের দিন সবাইকে নিয়ে গেলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনেক ঘটা করে গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান হলো। সবাই খুব আনন্দ করলো। বাড়ী ফেরার সময় আমার যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেল। পেছনের গদিতে তিন জনের বদলে চারজন বসলেন। আমার বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। কোন প্রতিবাদ করলাম না। অত্যন্ত সাবধানতার সাথে সবাইকে বাড়ী নিয়ে এলাম।

আরো কয়েক বৎসর পার হয়ে গেল। বয়স কারো ধার ধারে না। বেড়েই চলে। আমারও বয়স বাড়লো। বয়স বাড়লে মানুষের যা হয়, আমারও তাই হলো। শরীরের শক্তি অনেক কমে গেল। আগের মত এত দ্রুত গতিতে চলতে পারি না। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ মাঝে মাঝে বিকল হয়ে যায়। ম্যাকানিকের কাছে নিয়ে আমাকে ঠিক করে আনা হয়। কোন কোন সময় আমার বিকল

অংশগুলি বদ্‌লি করে নূতন পার্টস লাগানো হয়। এতে বাবুদের বেশ পয়সা খরচ হয়। আগে প্রতি গ্যালন পেট্রোলে বেশ দূরে যেতে পারতাম, এখন আর তা পারি না। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। বাবুদের কাছে যেন একটা বোঝা হয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম বাবুদের বাড়ীতে আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বাবুদের মনোভাব আমার বুঝতে অসুবিধা হলো না।

তমালদা পড়াশুনা শেষ করে ভাল চাকুরি করছেন। বিয়েও করেছেন। নূতন বৌমাকে নিয়ে ভাল ও নূতন গাড়ীতে চড়বেন, এটাই তার ইচ্ছে। আমি তো পুরোনো। নতুনের সে চাক-চিক্য আমার নেই, দেখতেও আমার চেহারা আর আগের মত নেই। তাই তমালদা একদিন HONDA ODESSEY কিনে আনলেন। HONDA ODESSEY অভিজাত সম্প্রদায়ের গাড়ী, তার নামধাম অনেক। ভিতরের বৈশিষ্ট্য তার অনেক, অনেক কিছু স্বয়ংক্রিয়। আর আমার তো সবকিছু হাতে করতে হয়। HONDA ODESSEY বাবুদের বাড়ী আসার পর আমার কদর একেবারে কমে গেল। তমালদা বৌমা ও তার ছেলে চন্দনকে নিয়ে HONDA ODESSEYতে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান ও আনন্দ উপভোগ করেন।

এদিকে আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। এখন আর কেহ আমাকে তেমন ব্যবহার করতে চান না। আমার প্রতি সবারই একটা অবজ্ঞার ভাব। শুধু মহীনবাবু আমাকে মাঝেমাঝে ব্যবহার করেন। মহীনবাবু বুঝতে পারেন বাড়ীর সবাই চায় আমাকে মুক্তি দিতে। তিনিই বা কি করবেন? তমালদা ও ছোড়দা (তন্ময়) মহীনবাবুকে FATHER'S DAY উপলক্ষে একটা HONDA CIVIC উপহার দিয়েছেন। মহীনবাবু এখন HONDAই চালান। মাঝে মাঝে আমাকে ব্যবহার করেন। আমি বুঝতে পারলাম যে বাবুদের বাড়ীতে আমার আর কোন মূল্য নেই। আমি তাদের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছি। যতদিন পেরেছি, তাদের সেবা করেছি। এখন আমার বদলে এ বাড়ীতে নূতন নূতন গাড়ী এসে পৌঁছেছে। এবার আমার বিদায়ের পালা। বাবুরা স্থির করলেন আমাকে বিক্রি করে দেবেন। আমার প্রয়োজন তাদের কাছে ফুরিয়ে গেছে। মনে আমার খুব দুঃখ হলো। দুঃখে আমার কান্না পায়। শরীরে যতদিন শক্তি সামর্থ্য ছিল সব কিছুই করেছি। এখন তো আর পারি না। এটা তো আমার কোন দোষ না। এখন আমাকে রাস্তার যেখানে সেখানে পার্ক করে রাখা হয়। আমার কোন যত্ন নেই। আমাকে কেহ চুরি করুক এতে কারো কোন কিছু আসে যায় না। অথচ এমন দিন ছিল যখন আমাকে রাস্তায় কিংবা কোন MALL এর পার্কিং লটে খুব যত্ন সহকারে পার্ক করে রাখা হতো। মহীনবাবু বার বার এসে দেখতেন আমার কিছু হলো কি না। এখন দেখা তো দূরের কথা, যেন আমাকে কেহ চুরি করে নিয়ে গেলেই ভাল। বাবুরা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে বিক্রি করে ফেলবেন। আমার এক জানালায় পোস্টার লাগানো হলো "FOR SALE" তেমন কেহ এলো না আমাকে কিন্‌তে। বিভিন্ন সময়ে দু'জন লোক এসেছিল। আমাকে দেখে ও চালিয়ে বলে গেল পরে ফোন করে জানাবে। কিন্তু কেহ আর কোন ফোন করলো না। অর্থাৎ আমাকে কেহ কিনতে চায় না। আমি অবহেলিত হয়ে পড়ে রইলাম।

তমালদা আমাকে একবাড়ীর পাশে পার্ক করে রাখলেন। আমার জানালার পোষ্টার "FOR SALE" বেশ স্পষ্ট সবার চোখে পড়ে। বেশ কিছু দিন পাড় হয়ে গেল। কেহ আর আমাকে কেনার আগ্রহ দেখালো না। বাবুদের কাছে যেন একটা বড় বোঝা হয়ে রইলাম। আমি একটা পুরোনো গাড়ী। অনেকদিন ধরে এক জায়গায় পড়ে আছি। এটা হয়তো অনেকের কাছে ভাল লাগলো না। একদিন হঠাৎ করে কে যেন পুলিশকে খবর দিল যে একটা পুরোনো গাড়ী অনেকদিন ধরে রাস্তায় পড়ে আছে। কেহ সরাচ্ছে না। আমি একটা সন্দেহজনক বস্তু হয়ে পড়লাম। পুলিশ এসে আমার লাইসেন্স প্লেট দেখে আমার মালিকের ঠিকানা বার করে ফেললো। পুলিশ মহীনবাবুদের বাড়ী গিয়ে জানালো যে পাড়া প্রতিবেশীরা আমার ঐ বাড়ীর সম্মুখে অবস্থানের জন্য অভিযোগ করেছে। কাজেই আমাকে সরিয়ে অন্য জায়গায় পার্ক করতে হবে। আমাকে নিয়ে বাবুদের এমনিতেই কত সমস্যা। তার ওপর পুলিশের এ হাঙ্গামা, এটা যেন বাবুদের আরো উদ্‌বিগ্ন করে তুললো। জোর চেষ্টা চালানো হলো আমাকে বিক্রি করার জন্য। বাড়ীর সবাই আমার ওপর বিরক্ত। আমাকে বিদায় করতে পারলেই যেন সবার মুক্তি। মহীনবাবু চুপ করে থাকেন। কিছু বলেন না। তিনি সবই বোঝেন। তিনিই আমাকে এ বাড়ীতে এনেছিলেন। আমার প্রতি তার সহানুভূতি ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনিও যে নিরুপায়। মনের দুঃখে আমি চুপচাপ থাকি। মাঝে মাঝে নীরবে কাঁদি। আমার এ নীরব কান্নার শব্দ বাবুদের বাড়ী পৌঁছে না।

যেহেতু আমাকে কেহ কেনার কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না, তখন বাবুদের বাড়ীতে আলোচনা চলছে আমাকে নিয়ে তারা কি করবেন। তন্ময়দা বললেন যে আমাকে আর কে কিন্‌বে। ফেলে দেয়াই ভাল। কেহ প্রস্তাব করলেন আমাকে * দান করে দিতে। আমাকে নিয়ে কি করা হবে তার কোন সিদ্ধান্ত মহীনবাবু নিতে পারছেন না। এমনি সময় হঠাৎ একদিন মহীনবাবুদের জানা এক ভদ্রলোক জানালেন যে তিনি আমাকে কিনতে আগ্রহী। ভদ্রলোকের নাম অজয় সেন্। তিনি আমাকে কিনতে চান তার ছেলে বিজয় সেনের জন্য। বিজয় সেন আমাকে তার কাজে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করবেন। তখন বাবুদের মনে একটু আশার সঞ্চার হলো যে এবার হয়তো তারা আমাকে বিদায় দিতে পারবেন।

কয়েকদিন পর অজয় সেন তার ছেলে বিজয়কে নিয়ে আসলেন বাবুদের বাড়ীতে আমাকে দেখতে। অজয় সেন ও তার ছেলে বিজয় সেন আমাকে দেখলেন ভাল করে। মহীনবাবু অজয় সেনকে বললেন, "চলুন না, গাড়ীটা চালিয়ে দেখবেন, কেমন চলে কেনার আগে সবকিছু দেখে কেনা ভাল।"

অজয় সেন বললেন, "না না, এ আপনার গাড়ী, আপনি অতি যত্নের সাথে গাড়ী চালিয়েছেন, এর রক্ষণাবেক্ষন করেছেন। এটা আমাদের চালিয়ে দেখতে হবে না।" শেষে মহীনবাবুর অনুরোধে তারা আমাকে রাস্তায় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় চালিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, "না, গাড়ীটা ভালই, আমরা এ গাড়ী নেব।" আগেই বলেছি বাবুদের ইচ্ছা আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারে বিদায় দিতে। পাছে আমাকে অজয় সেন না কেনেন, এ জন্য বাবু আমার মূল্য বাজার দরের বেশ কিছু কম চাইলেন। অজয় সেন ও তার ছেলে বিজয় সেন আমার বাজার মূল্য জানতেন। মহীনবাবু আমার যে দাম চাইলেন, তাতেই তারা রাজি হয়ে গেলেন। মহীনবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলেন। যেন বুকের ওপর থেকে এক বিরাট পাথর সরে গেল।

কয়েকদিন পর বিজয় সেন তার ছেলে অজয়কে নিয়ে আসলেন আমাকে নিয়ে যেতে। মহীনবাবু আমাকে ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করে রাখলেন। সেদিন বাবুদের বাড়ী হতে আমার বিদায়ের পালা। আমাকে বাবুদের বাড়ীর সম্মুখে পার্ক করে রাখা হয়েছিল। মহীনবাবু বেশ কয়েকবার আমাকে দেখে গেলেন। আমার খুব খারাপ লাগছিল। আজ ১০ বৎসর পর আমাকে "স্নেহ নীড়" (বাবুদের বাড়ী) ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। বাড়ীর সবার কথা মনে হচ্ছিল।

বাড়ীর মামণি (মহীনবাবুর স্ত্রী), বৌমারা, ছোট্ট চন্দন, ঈশি, বুড়ী সবার কথাই মনে হচ্ছে। এ বাড়ীর সবার সেবা যত্ন আমি করেছি। ছোট্ট চন্দন আমাকে খুব পছন্দ করতো। গাড়ীতে বসে রাস্তার ট্রাফিক লাইট দেখা তার একটা বড় শখ। আমার পেছনের সিটে বসে রাস্তার ট্রাফিক লাইটগুলি সে স্পষ্ট দেখতে পেত। তাতেই তার আনন্দ।

আমার বিদায়ের সময় হয়ে এলো। বিজয় সেন আমার লাইসেন্স প্লেটগুলি খুলে মহীনবাবুকে দিলেন। বাবু আমার সবগুলি চাবি বিজয় সেনের হাতে তুলে দিলেন, বাবু ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমিও বাবুর দিকে চেয়ে আছি। কত কথা ভাবছি। এ বিদায় মুহূর্তে অতীত স্মৃতিগুলি চোখের সামনে ভাসছে। ভাবের আবেগে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। দেখলাম বিজয়বাবু আমার ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়েছেন। আমার বাতিগুলি জ্বলে উঠল। আমি আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলাম। আমার অনেক কান্না পেল। আমি রাস্তার বাঁকে মোর নিলাম। মহীনবাবুকে আর দেখা গেল না। রেখে গেলাম কত কথা, নিয়ে গেলাম কত স্মৃতি।

যাদেরকে পেলাম

আইভি মিলড্রেড গমেজ
জন্ম ঃ ০২-১১-২০০৪
পিতা ঃ ডেভিড গমেজ
মাতা ঃ ক্রিষ্টিনা খুশি গমেজ
এলমহার্ষ্ট, নিউইয়র্ক।

যশোয়া এন্থনী গমেজ
জন্ম ঃ ০৪-০৬-২০০৪
পিতা ঃ মিল্টন গমেজ
মাতা ঃ সরোলা এল. গমেজ
লসএঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া

ইগনিসিয়াস সম্রাট ডি কস্তা
জন্ম ঃ ০৬-০৯-২০০৪
পিতা ঃ স্যামুয়েল ডি কস্তা (শংকর)
মাতা ঃ তৃষ্ণা ডি কস্তা
সিলভার স্প্রিং, ম্যারিল্যান্ড

বাপ্তিস্ম প্রাপ্তি

জেভিয়ার ভুবন গমেজ
ক্রিস্টিনা মারিয়া গমেজ
তারিখ ঃ ০৫-২১-২০০৪
পিতা ঃ ক্রিষ্টোফার গমেজ
মাতা ঃ ভেরোনিকা গমেজ
ইষ্ট এলমহার্ষ্ট, নিউইয়র্ক

প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ

এমা পার্না গমেজ
গার্ণার, নর্থ ক্যারোলিনা

কৃতি ছাত্রী

প্রেমা এলেনা গমেজ
৫ম শ্রেনী, অনার রোল,
ব্রঙ্কস পাবলিক হাইস্কুল,
নিউইয়র্ক।
পিতা ঃ নরমেন অপু গমেজ
মাতা ঃ লিমা গমেজ

পঞ্চাশটি স্বর্ণালি বসন্ত

অভিনন্দন

জীবনের আগামী দিনগুলো হয়ে উঠুক
সুন্দর ও শুভ

মিঃ সিলভেষ্টার ডি. রোজারিও
ও মিসেস এলিজাবেথ ডি. রোজারিও
উডসাইড, নিউইয়র্ক

কাফেরের বিয়ের সাক্ষী

সুশীল জন গমেজ (সিড্‌নী, অষ্ট্রেলিয়া)

নাওযুবিল্লা! নাওযুবিল্লা! কাফেরের বিয়ের সাক্ষী! দোহার শরীয়ত আদালত। মহামান্য খলিফার শোয়েস্তাদার নাম না জানা এক পাকিস্তানী বা ইন্ডিয়ান গোঁড়া মুসলমান আকৃতি? মাথায় ছোট, বহরে বড়, হাত-পা চিক্কন-চাক্কন একটা বাওয়া ব্যাঙ। মুখে আধা কাঁচা পাকা দাড়ি।

আমি কাফের, বিয়ের সাক্ষী দিতে গিয়েছি এক মুসলমান বন্ধুর হ'য়ে! নাম শুনে যখনই বুঝলেন, আমি একজন কাফের, আর যায় কোথায়? তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে পারেতো শানিত কৃপান কটি মুক্ত করে আমাদের দু'জনকেই কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তখ্‌ত-তাউস হ'তে লাফ দিয়ে উঠে তাঁর চিক্কন হাতখানা আমার বন্ধুর নাকের কাছ দিয়ে ভিমরুলের মত ভনভন করে ঘুরতে থাকে। আর মুখ দিয়ে শুধু বকবক করে বেরুতে থাকে কাফের; কাফের; কাফের। তাঁর কর্মকান্ড দেখে দু'জনেরই আক্কেল গুড়ুম। ডরে-ভয়ে, রাগে, দুঃখে দু'জনই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দু'জনের মুখেই টু শব্দটি নেই। তাঁর চিড়িং ভিড়িং দেখে দু'জনেরই চক্ষু ছানাবড়া। কাগজগুলি দু'হাতে ধরে, এক প্রকার দৌড়ে গেলেন মহামান্য আদালত খলিফা সাহেবের অফিস কক্ষে। ভাবলাম, আর উপায় নেই। পৈতৃক প্রাণটা বুঝি এখানেই জব্‌হে হ'য়ে যায়। কিছুক্ষণ পরই লোকটা না দৌড়, না হাটা অবস্থায় আমাদের কাছে এসে বললেন, চলিয়ে অন্দর। মনে হলো, আলবদর এসে কষাইখানার অন্দরে ঢোকাতে চাইছে। তাঁর কথার করসূত্র কৃত পুত্তলিকার মত তাঁর পশ্চাদানুসরণ করলাম, দু'জনেই। অন্দরে ঢুকে আঁত্‌কে উঠলাম! একি! কী দেখছি? সৌম্যমূর্তি, কান্তি চেহারা, ছিপছিপে গড়ন অল্প বয়েসী এক পবিত্র পুরুষ যেন আমাদের অপেক্ষায়ই বসে আছেন। তাঁর দর্শনে আমার বুকের ভয়-ভীতি দূর হ'য়ে গেল নিমেষের মধ্যে। শেরেস্তাদার সাহেব শুধু শুরু করছিলেন কা.....।

অমনি হাতের ঈশারায় তাঁকে চুপ করিয়ে দিয়ে, বাইরে যেতে বললেন। তিনি বেড়িয়ে গেলেই, মহামান্য খলিফা সাহেব জানতে চাইলেন, আমাদের দু'জনের মধ্যে অমুসলমান কে? আমি বললাম আমি। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, শেরেস্তাদারের সাথে কী হয়েছে? কথাও তাঁর সাথে বলিনি। তিনি বললেন, দুঃখিত, আপনার সাক্ষী কাজে লাগবে না। সুতরাং আজ আপনারা চলে যান। আপনারা দু'জনই কী পাওয়ার ষ্টেশনে কাজ করেন? বললাম, হ্যা। তিনি বললেন, ওনার সাথে দেখা করে যান। পুনরায় তাঁর দাড়স্থ হলাম। বিদায় জানাতে শুধু শুনতে পেলাম কাফের! কাফের!! কাফের!!! ততক্ষনে আমরা অফিস ত্যাগ করেছি।

বঙ্গে পর্তূগীজ প্রভাব

জুলিয়ান এ. গমেজ

পূর্বে (তেপান্তরী ১৩) প্রকাশিতের পর

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রচারকদের কথা

পর্তুগীজদের আগেও কিছু খ্রীষ্টান (আরমানী) এদেশে এসেছিল কিন্তু ধর্মপ্রচারে এদেশে পর্তুগীজরা প্রথম অংশগ্রহণ করেন। পর্তুগীজ পাদ্রীরা যাদের শিক্ষা দেন তারাই এই দেশের আদি খ্রীষ্টান। এদেরই ইতিবৃত্ত আলোচনা করতে চলেছি আমরা। তাই তার আগে তৎকালীন মিশনারীদের কার্যকলাপের কিছু অংশ উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করি।

আকবর শাহের সভায় খ্রীষ্টানদের উপস্থিতির কথা আমরা কিছু আলোচনা করেছি। তিনি ধর্মপ্রচারের পূর্ন স্বাধীনতা দেন, এঁদের এবং তার ফর্মান পাবার পর বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচার শুরু হয়। এই সময় জুলিয়ানো পেরেরা নামে একজন ফাদার সাতগাঁয়ের রেক্টর ছিলেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তোনিয়ো ভাজ্ এবং পেদ্রু দায়েস নামে আরও দুইজন ফাদার আসেন গোয়া থেকে। এই সময়কার পর্তুগীজ বণিকেরা অনেক সময় অন্যায় আচরণ করতো বলে ফাদারেরা তাদের ভৎর্সনা করতেন এবং আইন কানুন মেনে চলতে তাদের উপদেশ দিতেন। আকবর একথা শুনে খুব খুশী হন। সুতরাং বাংলায় প্রথম ধর্মপ্রচারের ব্যাপারে পর্তুগীজরা তাদের রাজনৈতিক বা সামরিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেনি। এদেশের শাসনকর্তাদের আগ্রহেই তা হয়েছে বলতে হবে।

প্রথম মিশনারী সম্প্রদায়

ব্যান্ডেল ছিলো এই সময় তাঁদের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। তা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছোটখাটো আরও অনেক ঘাঁটি ছিল। পূর্ববঙ্গে কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের রাজ্যেও তাঁরা বাণী প্রচার করেছেন। এ অঞ্চলের প্রথম মিশনারীদের মধ্যে ফারনানদেজ, সুজা, ফনসেকা এবং বৃনজ এই চারজন জেসুইট ফাদারের নাম পাওয়া যায়। ফাদার ফারনানদেজ এবং সুজা ভালোভাবে বাংলা শেখেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য দুটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও লেখেন। পুস্তিকা দুইটি সম্ভবতঃ ১৫৯৯ সালের কিছু আগে লেখা হয়। দুঃখের বিষয় তাদের এই পুস্তিকা দুটির সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। ফাদার ফার্‌নানদেজ চট্টগ্রাম থেকে শ্রীপুরে এগিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে ধর্ম প্রচার করতেন। দুঃখের বিষয় কিছু সংখ্যক পর্তুগীজ নাবিকদের রাজনৈতিক কার্যের জন্য মিশনারীদেরও অনেক সময় অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। আরাকানরাজের সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ হলে ফাদার ফারনানদেজকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। কার্ভালোকে অনুসরণ করে অনেক খ্রীষ্টান তখন সন্দ্বীপ, শ্রীপুর, বাকলা এবং চন্দীঘানে আশ্রয় নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতাপাদিত্যের বিশ্বাসঘাতকতায় কার্ভালো নিহত হন। এই রকম পরিস্থিতিতে ফাদারেরা কিছুকালের জন্য বাংলা ত্যাগ করে চলে যান। ঐ সময়কার চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে ফাদাররা বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ছেলেদের শিক্ষার জন্য গোয়ায় সাউ পৌলে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেতেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গোয়ায় ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন বাঙ্গালী ছাত্রের নাম পাওয়া যায়। লিলিপ্পে, গেসপার দি দিউস, আন্তোনিয়ো এরমো এবং আর দুজনই পেদ্রু। এদিকে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর এবং আরও অনেক অঞ্চলে প্রচারকার্য চলতে থাকে। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গে মিশনারী ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয় এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে ভূষনার রাজপুত্র দীক্ষা নিয়ে ব্যাপকভাবে ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। কিছুকাল পরে ঢাকার উত্তরে অবস্থিত নগরী হয়ে উঠে মিশনের কেন্দ্রস্থল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নগরীর ফাদারের চেষ্টায় তিনটি বই ছাপানো হয়। বাংলা ভাষায় ছাপানো বই এগুলোই প্রথম। ফাদার মানুয়েল আসুমনসাঁও এখানকার রেক্টর ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র অনুসরণ করে "কৃপার শাস্ত্রর

অর্থবেদ" নামে একটি বই লেখেন। তাঁরই রচনা বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত ব্যাকরণ। মিশনারীদের প্রয়োজনের জন্য তিনি পর্তুগীজ বাংলা অভিধানও সঙ্কলিত করেন। পাদ্রী মনোয়েলের কাছে আমরা যে কতটা ঋণী তা স্বীকার করার সময় সম্ভবতঃ এখন এসেছে। কোন স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সেই সৌজন্যবোধ অবশ্যই থাকা উচিত। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সামান্যই জানা গেছে। নিসবন থেকে ৭৫ মাইল দূরে এভোরা নামক স্থানে তাঁর জন্ম হয়। এদেশে এসে তিনি ১৭৩৪ থেকে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভাওয়ালের প্রচারকদিগের পরিচালক ছিলেন। এর চেয়ে বেশী কিছু তাঁর বিষয়ে জানবার উপায় নাই। ভাওয়ালেন চাষীদের ধর্ম শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলা শেখেন এবং কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ রচনা করেন। বইটার ভূমিকায় তিনি বলেছেন-

"পরহ
বেঙ্গালীকে জামান,
দোস্তো বেঙ্গালী, শোন, পুঁথি সকোলের উত্তম পুঁথি; শাস্ত্রো সকলের উত্তম শাস্ত্রো; শাস্ত্রী সকলের উত্তম শাস্ত্রি খ্রীষ্টোর শাস্ত্রী, ক্রেপার শাস্ত্রো এবং ক্রেপার শাস্ত্রের পুঁথি।
এই পুঁথিতে শোন মোন দিয়া পাইবা বুঝুন, বুঝিবার, বুঝাইবার উপাত্র তরিবার। আস্তার বেধের অর্থো। শন, শুনাও পর্তক্ষে জানিয়া বুঝো, বুঝাও পরিণামের পন্ত্র ধরো, ধরাও শিষ্য নিয়াতে নিয়াত্র করিতে শিখো, শিখাও, এহা জানিয়া বুঝিয়া, মানিয়া, মুক্তি হইবেক, দয়া আগ্যা পালোন কর যদি।"

সেকালের চলিত ভাষায় লেখা কথাগুলি একেবারে সুস্পষ্ট। দু একটা ভুল থাকলেও বইটা লেখকের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এটাও সম্ভব যে তিনি শুধু পর্তুগীজ অংশ লেখেন এবং বাংলা অংশ কোন দেশীয় খ্রীষ্টানের অনুবাদ। সহজ ভাষায় রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি কতকগুলি ধর্মমূলক উপাখ্যান ব্যবহার করে রচনাকে চিন্তাকর্ষক করে তুলেছেন। সিদ্ধ ক্রুশের মহিমা ও উপকারিতা বোঝাবার জন্য তিনি এই গল্পটি বলেছেন।-

এক রাখোয়াল মেড়ীর আছিল; তাহারে ভূতবাজি দিয়া কহিল তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস। আমি তোরে অনেক ধন দিবাং; রাখোয়াল কহিল; ভালো, তোমার দাস হইব তুমি আমারে ধন দিবা। ভূত কহিল, তবে আমার গোলাম হইতে; তোর উচিত নহে ধর্মঘরে যাইতে, এবং সিদ্ধ ক্রুজ আর কদাচিত করিবিনা। এমনত যে করে সে আমার গোলাম। এহি আমার আজ্ঞা, পালন করিবি। এমত যদি না করিস তোমারে বহুৎ বহুৎ তাড়নত্র দিবাস। রাখোয়াল কহিল: যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব; যদি এমত না করি, তোমার যে ইচ্ছা, সেই হইবেক।

অনেকদিন অভাগিয়া রাখোয়ালে ভূতের চাকরী করিল। অতঃপর একদিন মুনিষ্যি বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্মঘরে লইয়া গেল। ধর্মঘরে এক পাদ্রি আছিলেন, সেই বড়: সাধু: তিনি লোক সকলেরে কহিলেন- তোমরা রাখোয়ালের উপর সিদ্ধ ক্রুশ কর। এমত লোক সকলে কহিল। তখন ভূতে বড় ক্রোধ করিয়া রাখোয়ালেরে অনেক তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাদ্রি রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতের তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূত আরও বেশ ক্রোধ করিয়া পাদ্রিরে কহিল: এহি মুনিষ্যি আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাঙ্গিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত: তাহারে এড়িয়া দেও: না, তোমারেও শাসিত দিবাম। পাদ্রী কহিলেন: তাহারে এড়িয়া দিব: না, আমারে যাহা করিতে পারিস তাহা কর্। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্র কহিল, যে পাদ্রির মুখ বেঁকা হইল। এহা দেখিয়া লোক সকলে ভয়ে পালাইয়া গেল। তখন পাদ্রি সিদ্ধ ক্রুশ করিলেন: এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর এক ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে, এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পালাইয়া গেল। রাখোয়ালেও খালাশ হইল। খালাশ তাহার সকল অপরাধ কনফেসার করিল। নিমূর্ল ধর্ম্মও ভক্তিরুপে পাইল এবং পূর্ণববার পাইল যে কৃপা হারাইয়া দিল পাপ করিয়া।"

উলিয়াম কেরী

বলা বাহুল্য ক্যাথলিক প্রচারকেরাই একমাত্র প্রচারের কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব এদেশে কায়েম হওয়ার পর প্রচেষ্টায় মিশনারীরাও এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে "শ্রীরামপুর এরীর" নামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। উলিয়াম কেরী ছিলেন এঁদের নেতা, ওয়াচ ও মার্শম্যান কেরীর সহযোগী।

একথা ইতিহাস সিদ্ধ যে বাংলা গদ্যের প্রথম ডাক পড়েছিলো বাইবেল অনুবাদ। পবিত্র খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সাহায্যে মানসিক অন্ধকুপবাসী এদেশীয়দের আলোকে আনার কারণে অন্তত: চল্লিশটি ভারতীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টায়। ফলে উপভাষাগুলিও একটা ভাষাতাত্বিক নিয়ম পাশে আবদ্ধ হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এ কৃতিত্ব কেরীর Sankrit Grammar ও অন্যান্য গ্রন্থসহ কেরীর বিদ্যাহারাবলি অর্থাৎ শরীরতত্ত্ব আর মার্শম্যানের ভারতবর্ষের ইতিহাস দীর্ঘদিন বাঙ্গালীর জ্ঞান লাভের পিপাসা মিটিয়াছে।

কিন্তু বিবাদ বাধলো কেরী এদেশের প্রাচীন ধর্মমতকে আঘাত করে। প্রতিপক্ষ রাজা রামমোহন। কেরীর সমাচার দর্পন ও দিগদর্শন নামক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয় বাক্ষন সেবাদি, সম্বাদ ফোমর্দী রামমোহনের নেতৃত্বে। কেরী সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর হিন্দু বাংলা শিক্ষক রামরাম বসুয়, বাজীবলোচন, পন্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং আরও অনেকের।

কেরী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে কেরীর ধর্মপ্রচারের চেষ্টা পরোক্ষে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগটিকে প্রকাশ করতে সুযোগ দিয়াছে। তাঁর প্রতিষ্ঠান মুদ্রণ শিল্প সৃষ্টি করে দীর্ঘ ৩৭ বৎসর ধরে বাংলা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত করে বাঙ্গালীর নবজাত চিত্তবক জ্ঞানালোকে ধৌত করেছে নবীন জ্ঞান লাভ করেও বাঙ্গালী তাই সেই মানুষটিকে কখনো ভুলবে না।

ডিরোজিও এবং ডাক

এর পরেই মনে পড়ে অধ্যাপক ডিরোজিওর কথা। ইনি ইংরেজ নন, পর্তুগীজ বংশধর। কলিকাতার ধর্মতলা অঞ্চলে এক ইংরেজী স্কুলে শিক্ষালাভ করে তিনি বাল্যকাল থেকে স্বাধীনচেতা হয়ে ওঠেন। একাধারে কবি এবং শিক্ষক ডিরোজিও মাত্র ২২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যাপনা করার সময় প্রচলিত ধর্ম ও কুসংস্কারের তীব্র সমালোচনা করেন এবং যুবক সমাজে এক নতুন ভাব বিপ্লবের সূচনা করেন। ডাফ্ ছিলেন স্কচ মিশনারী। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ডিরোজিওর নাস্তিকতা ও জড়বাদ তিনি সমর্থন করেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিলো ধর্মীয় আবহাওয়ার মধ্যে বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীদের চরিত্র গঠন করা। তাঁর চেষ্টায় কলিকাতার বহু অভিজাত পরিবারের সন্তান খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় সরকার শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর পরামর্শের উপর নির্ভর করতেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আরও বিদ্যা প্রতিষ্ঠান এই সময় গড়ে উঠতে থাকে। শ্রীরামপুরে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের চেষ্টায় স্ত্রী শিক্ষার ও প্রসার হতে থাকে।

ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মাইকেল মধুসূধন দত্ত এবং রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টধর্ম কেবলমাত্র লোকদের দীক্ষা দিয়েই নিজেদের বক্তব্য শেষ করেনি। মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা আজও স্মরণযোগ্য। আধুনিক শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা তাঁরাই প্রথম শুরু করেন। তা ছাড়া মিশনারীদের কাছে এদেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি যে কতটা ঋণী তা বলে শেষ করা যায় না। প্রাচীন পথ থেকে জীর্নচারকে দূরে ঠেলে ভারতবাসীর আজকের নবজাগরণ সে সেই পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফল এ কথা অনস্বীকার্য্য। সেই গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনাকারী কৃতিত্ব মিশনারীরা নিশ্চয় দাবী করতে পারেন। (চলবে...)

চিত্রে প্রবাসীর অনুষ্ঠানমালা

চিত্রে প্রবাসীর অনুষ্ঠানমালা

চিত্রে প্রবাসীর অনুষ্ঠানমালা

চিত্রে প্রবাসীর অনুষ্ঠানমালা

চিত্রে প্রবাসীর অনুষ্ঠানমালা

চিত্রে প্রবাসীর অনুষ্ঠানমালা

একটি বিশেষ আবেদন

সুধী,

আপনাদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রার্থনার জন্য প্রবাসী'র পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা বিশ্বাস করি, 'তেপান্তরী' প্রকাশনার মাধ্যমে আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় সমাজের মাঝে এক নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় প্রসারী যোগাযোগের সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী। আসছে বড়দিন সংখ্যা 'তেপান্তরী'তে আপনি আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ব্যাবসায়িক অথবা কোন সংগঠনের শুভেচ্ছা দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন। এই শুভেচ্ছা থেকে সংগৃহিত অর্থ দিয়ে, আমরা সারা বছরের (এপ্রিল, আগষ্ট ও ডিসেম্বর) 'তেপান্তরী'র যাবতীয় খরচ যেমন : খবর সংগ্রহ, প্রিন্টিং এবং ডাকমাশুলের ব্যবস্থা করে থাকি।

আশা করি, আপনার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরনা যোগাবে। – ধন্যবাদ

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

যোসেফ ডি' কস্তা, সভাপতি
(917) 767-4632

রিচার্ড বিশ্বাস, সাধারন সম্পাদক
(917) 239-2746

PBCA P.O. Box 1258, NewYork NY 10159-1258

ফোকাস ভিডিও

জন্মবার্ষিকী, বিবাহ, সকল প্রকার স্মরণীয় অনুষ্ঠানের ভিডিও করার একমাত্র অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুনঃ
মিঃ ডেরিক গনছালভেজ ফোনঃ ২১২-৩৫৩-৮৮২১

PROBASHI BENGALI CHRISTIAN ASSOCIATION INC.
P.O. Box- 1258 MADISON SQUARE STATION
NEW YORK, NY 10159-1258

stamp